NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভারতের প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ার আয়াল সোমায়াজুলা ললিতা

বিজেপির এসপি অফিস ঘেরাও অভিযানে রণক্ষেত্র কার্জন গেট ৫

কলকাতা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৩ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.2.2024, Vol.17, Issue No. 245, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মমতার পঞ্জাব সফর স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপাতত তাঁর পঞ্জাব সফর স্থগিত রাখছেন। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর পঞ্জাব সফরে যাওয়ার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে পঞ্জাব যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কৃষকদের যে বিক্ষোভ চলছে, সে কথা বিবেচনা করে আমি সেই সফর স্থগিত করেছি। আমি এটা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জানিয়েছি । আমি মনে করি, এই মুহূর্তে আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত আমাদের কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো।'

মনরেগার পাওনা মেটানোর দিন পিছল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, ১০০ দিনের প্রকল্পে বঞ্চিত শ্রমিকরা টাকা পাবেন ১ মার্চ থেকে। বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনরেগা প্রকল্পে বাংলার জবকার্ড হোল্ডাররা কেন্দ্রের টাকা পায়নি। তাঁদের পাওনা মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু সেই দিনক্ষণ বদল হল বলে জানালেন মমতা। কারণ হিসেবে মমতা জানিয়েছেন, ২১ লক্ষ নয়, সার্ভে করে দেখা গিয়েছে বঞ্চিত শ্রমিকের সংখ্যা ২৪ লক্ষ। তাই টাকা পাঠানোর দিন বদল করা হল।

মহুয়া মৈত্রকেও তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: মহুয়া মৈত্রকেও তলব এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টে তলব করা হয়েছে বহিষ্কৃত সাংসদকে। ইডি সূত্রে খবর, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এদিকে বর্তমানে সিবিআই তদন্তের আওতায় রয়েছেন মহুয়া মৈত্র। প্রসঙ্গত, বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মহুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির থেকে উপহারের বিনিময়ে লোকসভার আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে মহুয়া আর্থিক লাভের জন্য জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করেছেন। প্রশ্নের বিনিময়ে উপহার নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সংসদের এথিক্স কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই সাংসদ পদ হারাতে হয় মহুয়াকে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মহুয়া সিবিআই-এর পাঠানো প্রশ্নের জবাব পাঠিয়েছেন। সেই প্রশ্নের উত্তর খতিয়ে দেখে লোকপালের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে সিবিআই। লোকপালের সুপারিশেই মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। তবে সাংসদ পদ খারিজের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আইনি পদক্ষেপ করেছেন মহুয়াও। সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তিনি মহুয়ার পাশে রয়েছে তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসও। এদিকে আবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে কৃষ্ণনগর থেকেই মহুয়াকে ফের প্রার্থী করবে দল। এদিকে বৃহস্পতিবারই তৃণমূল সাংসদ দেবকেও দিল্লিতে গোরু পাচার মামলায় তলব করেছে ইডি। অ্যালকেমিস্ট মামলাতেও মুকুল রায়কে তলব করেছে ইডি।

সন্দেশখালির অশান্তিতে হাত রয়েছে ইডি ও আরএসএসের

অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে সাম্প্রতিক অশান্তির পিছনে ইডি এবং আরএসএসের হাত রয়েছে। শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনে অর্থ বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিকে রাজনৈতিক কারণে অশান্ত করার প্রসঙ্গ এনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ করেন, সন্দেশখালিতে আরএসএসের ঘাঁটি আছে।

সন্দেশখলির অশান্তির ব্লু প্রিন্ট ফাঁস করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান। ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকল। তারপরেই সবাইকে বের করে দিয়ে আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। কারও কোনও ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে, যদি থাকে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে, আমাদের তো মহিলা দল আছে ওখানে। পুলিশেরও একটা মহিলা দল আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে, কার কী অভিযোগ শুনছে। শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারও সমস্যা থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চই আমরা কাজ করব। আগে তো আমায় জানতে হবে ব্যাপারটা কী। সন্দেশখালি আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস-এর একটা বাসা আছে।'

বিধানসভায় এদিন তিনি আরও বলেন, ওই এলাকা এমনিতেই অশান্তি প্রবণ। ৭-৮ বছর আগেও সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তি হয়েছিল। সেখানে মুখে মাস্ক পরে গোলমাল করা হচ্ছে। বহিরাগতরাই সন্দেশখালিতে এত গোলমাল পাকাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জীবনে কোনও অন্যায়কে কোনওদিন প্রশ্রয় দিইনি। আমি উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য কমিশন পাঠিয়েছি, প্রশাসনকে পাঠিয়েছি, ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে, বিজেপির কর্মী, কী ভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে।' অন্যদিকে, এদিন চোপরার ঘটনা নিয়ে বিএসএফ-কেও নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএসএফ-এর কাজ কী? সীমান্ত পাহাড়া দেওয়া। চোপড়ায় ৪টি বাচ্চা মারা যায়, আজ মাননীয় রাজ্যপালের কাছে আমাদের দল গিয়েছিল। এখানে ওরা ৩৩৪টি দল পাঠিয়েছে, তাহলে চোপড়ায় যদি ৪টি শিশু মারা যায়, শিশুদের জীবনের কী কোনও দাম নেই? সেই বিএসএফ-এর আমি শাস্তি চাই, যাদের জন্য বাচ্চাগুলো মারা গিয়েছে। কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। বিএসএফ আর কী করে বেড়াচ্ছে? আমাকে একজন বিধায়ক অভিযোগ করেছেন, তার বিধানসভা এলাকায়, একটা মসজিদ আছে, ইমামকে টেনে হেঁচড়ে বের করেছে মুর্শিদাবাদে। এলাকায় এলাকায় গিয়ে গেরুয়া রঙের প্যাকেটে জিনিস বণ্টন করছে। কে তোমরা? তোমার কাজ সীমান্ত পাহাড়া দেওয়া, তোমার কাজ বিজেপির ক্যাম্প করা নয়। ভোটের আগে বিজেপির ক্যাম্প করছে বিএসএফ, এর জবাব কারা দেবে?'

রাজ্যপালকে সন্দেশখালি নিয়ে একতরফা অভিযোগ না শোনার আর্জি

সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যপাল যেন 'একতরফা' অভিযোগ না শোনেন, সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই আর্জি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের। রাজ্যপাল নিজেও তাতে সম্মতি জানিয়েছেন, বলে জানানো হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকেও। রাজ্যপাল সন্দেশখালি নিয়ে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেখানে একাধিক 'ভিত্তিহীন' এবং 'মিথ্যা' অভিযোগের ভিত্তিতে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি বৃহস্পতিবার দাবি করা হয় তৃণমূলের তরফ থেকে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে মূলত, চোপড়া শিশুমৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন জানানো হয়। এদিনের বৈঠকে অবশ্যম্ভাবী ভাবে উঠে আসে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। সেখানেই, তৃণমূলের প্রতিনিধি দল জানায়, সংবাদ মাধ্যমে বেশ কিছু ভিত্তিহীন খবর ছড়ানো হচ্ছে সন্দেশখালি নিয়ে। এমনকী, বিজেপির তরফে চক্রান্ত করে বেশ কিছু মিথ্যা অভিযোগ তুলে ধরাও হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূলের তরফে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, আমরা সন্দেশখালি নিয়ে ওঁকে জানিয়েছে, একতরফাভাবে যেন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, উনি রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকেও তাঁদের রিপোর্ট নেবেন। দুই তরফের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যের সংবিধান প্রধান যাতে 'নিরপেক্ষ' অবস্থান নেন, সেই ব্যাপারে আবেদন করা হয় তৃণমূলের তরফে।

বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জানান, 'সন্দেশখালিতে দীর্ঘদিন ধরে মহিলাদের সঙ্গে খারাপ কাজ হয়ে আসছে, সেখানে মহিলারা মুখ খোলেনি। কিন্তু, সিপিএম, বিজেপির নেতারা একটা কথা বললো না।' কুণালের দাবি, আজকে রাজ্যকে কলুষিত করার জন্য এইসমস্ত অভিযোগ তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'কেউ যদি মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সেখানে পুলিশ, দল ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে যে কুৎসিত বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সেটা সঠিক নয়।' পাশাপাশি, এদিন উত্তর দিনাজপুরের সীমান্ত এলাকায় ৪ শিশু মৃত্যু নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। রাজ্যপাল যাতে সন্দেশখালির পাশাপাশি এই বিষয়টি নিয়েও হস্তক্ষেপ করেন সে ব্যাপারে আবেদন জানানো হয়। রাজ্যপাল নিজে চোপড়ায় যাবেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন, এমনটাই দাবি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের। এমনকী, রাজ্যের একাধিক জায়গায় বিজেপির দুর্বৃত্তরা অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে, সেই অভিযোগ তুলে ধরা হয় রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল তৃণমূল পরিষদীয় দলকে নিয়মিত সে ব্যাপারে আপডেট দেওয়ার কথা বলেছেন বলেও দাবি করা হয় তৃণমূলের তরফ থেকে।

নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক, জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী বন্ড বা ইলেকটোরাল বন্ডের বৈধতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল সুপ্রিম কোর্টের। নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পের আইনি বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করেন। এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলেও বেঞ্চের দুটি ভিন্ন মতামত রয়েছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ গত বছরের ২ নভেম্বর এই মামলার রায় সংরক্ষিত রেখেছিল। যা বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা হয়। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, নির্বাচনী বন্ড আদৌ স্বচ্ছ কিনা তা নিয়েই এতদিন শুনানি চলছিল। বৃহস্পতিবার ১৫ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার রায়দান হয়।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে কালো টাকা ঢালা রুখতেই ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এনেছিল এই প্রকল্প। কিন্তু অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে বিরোধীরা তা চ্যালেঞ্জ করে। এরপর ২০২৩-এ প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ সংরক্ষিত রাখে এই রায়। বৃহস্পতিবার এই মামলার রায়দান হয়। এরপরই এদিন শীর্ষ আদালত নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেয়। সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনী বন্ড তথ্যের অধিকার জানার আইন লঙ্ঘন করে। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন সম্পর্কে ভোটারদের জানার অবশ্যই অধিকার রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩-এর ৩১ অক্টোবর থেকে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ এই নিয়ে নিয়মিত শুনানি করে। ইলেকটোরাল বন্ড স্কিমের সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট বলে যে রাজনৈতিক দলগুলি যে তহবিল পাচ্ছে তার তথ্য পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে এও জানানো হয়, নির্বাচনী বন্ড তথ্য অধিকারের লঙ্ঘন। এটি অবশ্যই বাতিল হওয়া উচিত। অর্থাৎ শীর্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী, এখন থেকে নির্বাচনী বন্ড আর গোপন থাকবে না, এখন জনগণ জানতে পারবে কে কোন দলকে অর্থায়ন করেছে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, ইলেক্টোরাল বন্ড স্কিম তথ্যের অধিকার আইন লঙ্ঘন করেছে। এর অর্থ হল ইলেক্টোরাল বন্ড স্কিম বাতিল করা হবে না, তবে দাতার পরিচয় গোপন রাখার বিধানটি সরানো যেতে পারে। ২০১৮ সালের ২ জানয়ারি আনা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইলেকটোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ড। এই প্রকল্প আনা হয়েছিল নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলিকে নগদে আর্থিক অনুদান রুখতে এবং রাজনৈতিক ফান্ডিংয়ে স্বচ্ছতা আনতেই। নতুন নিয়মে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা যদি নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলকে আর্থিক সাহায্য বা চাঁদা দিতে চায়, তবে তাদের বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে নিতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলি। তবে কে, কত টাকা অনুদান দিচ্ছেন সেই তথ্য এতদিন প্রকাশ পেত না। তবে শীর্ষ আদালতের রায় থেকে সেই তথ্য জানা যাবে।

এখানেই বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে নির্বাচনী বন্ড চালু হওয়ার পরই স্বচ্ছতা নিয়ে। তাঁদের অভিযোগ ছিল এই প্রক্রিয়াতে বাড়বে অস্বচ্ছতা। বিশ্বের কোনও দেশেই এমন ব্যবস্থা নেই যেখানে রাজনৈতিক দল বন্ড ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। কোন কর্পোরেট সংস্থা কাকে ভোটে সাহায্য করছে, তার বিনিময়ে ক্ষমতাসীন দলের থেকে কী সুবিধা পাচ্ছে সেই তথ্য জানার সুযোগ ছিল সাধারণ জনগণ বা ভোটারের। যেখানে শাসক দলের আর্থিক অনুদানের কোনও তথ্য ছিল না, সেখানে বিরোধী দলে কে কত অনুদান দিচ্ছেন তা জানা সম্ভব ছিল। আর এই নিয়েই দায়ের হয় মামলা।

সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ মিমির

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যাদবপুরের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন অভিনেত্রী তথা যাদবপুরের সাংসদ। আর ভোটে দাঁড়াতে চান না, জানিয়ে দিয়েছেন সে কথাও। তবে মমতা তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেননি বলে দাবি করেন মিমি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ছিলেন মিমি চক্রবর্তী। বাম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে হারিয়ে সাংসদ হন এই রুপোলি পর্দার তারকা। সূত্রের খবর, সম্প্রতি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে মিমি জানিয়েছেন, ক্ষোভ আর মানসিক যন্ত্রণা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। এর আগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মিমি একটি চিঠি দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। জানা যাচ্ছে, সেই চিঠিতে মিমি লিখেছেন, 'গত পাঁচ বছরে আমাকে রাজনৈতিকভাবে অপদস্থ করা হয়েছে। আমি দলের সৈনিক হিসেবে থাকব। এই অপমান, উপেক্ষা আর নিতে পারছি না।' অর্থাৎ তিনি যে আর ভোটে লড়তে চাইছেন না, সে কথা ছত্রে ছত্রে এই চিঠিতে ছিল স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, মিমি ওই চিঠিতে দাবি করেন কখনও মঞ্চে, কখনও ফোনে তাঁকে অপমানিত হতে হচ্ছে। সঙ্গে রাজনীতির প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করে মিমি এও বলেন, 'রাজনীতি আমার জন্য নয়। আমি এটা বিশ্বাস করি। কারণ রাজনীতিতে এলে অনেকে একটা লাইসেন্স পেয়ে যায়। জাস্ট র্যা নডাম গালাগালি দেওয়া হয়, কিছু করো আর না করো।' তবে কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানাননি তিনি।

মুকুল রায়কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুকুল রায়কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তবে ঠিক কোন মামলায় তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। ১৬ তারিখ অর্থাৎ আগামীকাল শুক্রবারের মধ্যে দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছে মুকুলকে, অন্তত এমনটাই ইডি সূত্রে খবর। যদিও মুকুল রায়ের বর্তমান যা শারীরিক পরিস্থিতি তাতে তাঁর পক্ষে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছে তাঁর পরিবার।

এই প্রসঙ্গে মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায় জানান, 'কোন মামলা কিছু উল্লেখ করা নেই। শুধু বলেছে ১৬ তারিখের মধ্যে দেখা করতে। যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, শরীরের যা কন্ডিশন, কাউকে চিনতেও পারেন না এখন, হাঁটতেও পারে না। দু'তলা থেকে একতলায় নামতেও পারেন না, নামলেও কিছুক্ষণের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করেন।' তবে এক্ষেত্রে তিনি যে দিল্লিতে যাবেন না, সেই বিষয়ে ইডিকে কিছু জানান হবে কি না, তা নিয়েও এখনও কিছু ঠিক করা হয়নি বলেই জানান মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু।

প্রসঙ্গত, এর আগে সারদা মামলায় নাম জড়িয়েছিল মুকুল রায়ের। তদন্ত যত এগিয়েছে ততই বারেবারে উঠে এসেছে তাঁর নাম। অতীতে সেই মামলায় তাঁকে তলব করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় এই এজেন্সির তলবে সেই সময় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরাও দিতে দেখা যায় মুকুল রায়তে। পরবর্তী সময়ে নারদ মামলাতেও তাঁর জড়িয়েছে। সেই সময়ও তাঁকে তলব করে সিবিআই।

এদিকে এরই মাঝে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রেও বেশকিছু উত্থানপতন এসেছে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা লগ্নের এই সদস্য, একসময় ঘাসফুল শিবির ছেড়ে যোগ দেন বিজেপিতে। কয়েক বছর গেরুয়া শিবিরে থাকেন তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে বিজেপির টিকিটে লড়াই করে বিধায়কও হন তিনি। যদিও পরবর্তীতে ফের 'ঘর ওয়াপসি' হয় মুকুল রায়ের। পুরনো দল তৃণমূলেই ফিরে আসেন তিনি। তবে বিগত বেশকিছু সময় ধরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আর দেখা যাচ্ছে না মুকুল রায়কে।

আর্থিক নয়ছয় মামলায় দিল্লির অফিসে ইডির তলব দেবকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার দেবকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির তলব। সূত্রের খবর, ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির ইডি অফিসে তৃণমূল সাংসদ দেবকে তলব করেছে ইডি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আর্থিক নয়ছয় সংক্রান্ত এক মামলায় দেবকে ডাকা হয়েছে। শুধু দেব নয়, জানা গিয়েছে তৃণমূলের পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিককেও আরেক কেন্দ্রীয় এজেন্সি ডেকেছে। সূত্রের খবর, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট উত্তমকে তলব করেছে। তবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই তলব। একদিকে তৃণমূলের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে ইডির তলব, অন্যদিকে শাসক-বিধায়ক উত্তম বারিককে আইটির তলব। গত কয়েকদিনে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে কম জল্পনা চলেনি। সেইসব জল্পনাতে ঘৃতাহুতির কাজ করেছিল দেবের একাধিক মন্তব্য, সোশ্যাল মিডিয়ার স্টেটাস। বাজারে রটেই গিয়েছিল, দেব এবার তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন। এবার আর ভোটেও লড়বেন না। তবে সেসব জল্পনা কল্পনায় জল পড়ে গত সপ্তাহে। ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে দিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিট বৈঠক করেন দেব। সেই বৈঠক সেরে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও যান দেব। দেব নিজেই বলেন, তিনি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতি তাঁকে ছাড়বে না। এরপরই গত সোমবার আরামবাগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ থেকেই জানিয়ে দেন, দেব আবারও ঘাটালের প্রার্থী হচ্ছেন। জানিয়ে দেন, দেব তাঁর কাছে 'চ্যাম্পিয়ন'। মমতার সেই চ্যাম্পিয়নকেই এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ডেকে পাঠিয়েছে বলে খবর।

প্রিভিলেজ কমিটির তলব বাংলার ৩ পুলিশকর্তাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে হেনস্থার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের ডিজিপি রাজীব কুমার-সহ তিন পুলিশকর্তা তলব করা হল লোকসভায়। আগামী সোমবার লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটি (প্রিভিলেজ কমিটি)-র মুখোমুখি হতে বলা হয়েছে তাঁদের। এই মর্মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি দেওয়া হয়েছে লোকসভা সচিবের দপ্তর থেকে। বলা হয়েছে, ওই তিন পুলিশকর্তা যাতে স্বাধিকার রক্ষা কমিটির মুখোমুখি হন, তা নিশ্চিত করতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। অভিযোগ, সন্দেশখালির পথে সুকান্তকে হেনস্থা করা হয়েছে। তাতে সাংসদের প্রাণ সংশয়ও হতে পারত বলে দাবি করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতেই বাংলার ডিজি রাজীব, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান এবং অতিরিক্ত সুপার পার্থ ঘোষকে তলব করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে দেওয়া চিঠি বলা হয়েছে, ওই তিন পুলিশকর্তাকে আগামী সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের ২ নম্বর কমিটি রুমে হাজির থাকতে হবে। উক্ত পুলিশকর্তারা যাতে সঠিক সময় সঠিক স্থানে পৌঁছে যান, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে অমিত শাহের মন্ত্রককে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Sukla Das Barui, স্বামী- দীনবন্ধু দাস, সাং যুগপুর ঢাকাকলোনী, পোঃ- যুগপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, আমার U.B.I. (বর্তমানে P.N.B.) ব্যাঙ্কের বেথুয়াডহরী শাখার ০২১৯০১১১১৬৮৭৬ নং এ্যাকাউন্টে আমার নাম ভুলবশতঃ Sukla Das হইয়াছে। ০৪.০১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Sukla Das Barui ও Sukla Das একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Akash Shaikh, S/o. Ajibar Shaikh, Vill-Kalidaspur, P.O.- Bundainagar, P.S.- Hariharpara, Dist- Msd. যা আমার আধার কার্ডে আছে। ভুলবশত LIC পলিসি নং 423925556-এ আমার নাম Agun Sk S/o.- Ajibbar Sk আছে। গত ৩০-১১-২০২৩ বহরমপুর Ld. J.M. 1st Class কোর্টের এফিডেভিট বলে Akash Shaikh এবং Agun Sk, S/o. Ajibar Shaikh এবং Ajibbar Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ৩ রা ফাল্গুন শুক্রবার, সপ্তমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি।গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন ? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ -তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। । মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(মাকরী সপ্তমী। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা তিরোধান দিবস। অবতার শ্রীবরাহ দেব আবির্ভাব তিথী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রকে বিধানসভায় তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে এবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থবিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি জানিয়ে দেন, ক্যাগ রিপোর্টে একশো শতাংশ মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। এই রিপোর্ট তিনি মানেন না। একই সঙ্গে আগামী ১লা মার্চ একুশ লক্ষের বদলে ২৪ লক্ষ কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত একশো দিনের শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। বাজেট নিয়ে বিজেপির যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একশো দিনের কাজে ৫০ দিন কাজ দেওয়া হবে বলে যেটা বলা হয়েছে বাজেটে সেটা তো কন্টিনিউয়াস প্রজেক্ট। কর্মশ্রী প্রকল্পের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ওরা জানে না, তাই মিথ্যা কথা বলেছে। আর পথশ্রী প্রকল্পের টাকা সম্পূর্ণ রাজ্যের টাকা, কেন্দ্রের এক টাকাও নেই।' মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এবারের রাজ্য বাজেট ঐতিহাসিক। কেন্দ্রের বাজেট জনবিরোধী, অর্থনীতির জাগলারি। বিধানসভায় দুই বাজেটের তুল্যমূল্য আলোচনা করে তথ্য, পরিসংখ্যান-সহ এই দাবি করেছেন তিনি। জানিয়েছেন, নারী ও শিশু কল্যাণ, কৃষক, আদিবাসী উন্নয়ন, খাদ্যে ভর্তুকি সব খাতেই বাজেটে বরাদ্দ কমিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাজেটে যা বরাদ্দ হচ্ছে তাও খরচ করা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তপসিলি জাতি, উপজাতি কল্যাণে কেন্দ্রের আমব্রেলা প্রকল্পে গত বছরের বাজেটের ৪০ শতাংশই খরচ করতে পারেনি কেন্দ্র। সংখ্যালঘু উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১২ শতাংশ খরচ হয়েছে, কৃষকদের বরাদ্দের ৫০ শতাংশই খরচ করা হয়নি। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মোট বরাদ্দের মাত্র ২৯.৪ শতাংশ খরচ হয়েছে । মহিলা সুরক্ষায় গৃহীত মিশন শক্তি প্রকল্পের ৭৩ শতাংশের বেশি টাকা এখনও অব্যবহৃত বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যে ভর্তুকি ছাটাই করছে যার ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়বে মুদ্রাস্ফীতির থাবা আরও চওড়া হবে।' মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার জমিদারদের ঋণ মকুব করছে। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। অন্যদিকে রাজ্য বাজেটে, মহিলা থেকে কৃষক কল্যাণ, স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা সব খাতেই বরাদ্দ বহুগুণে বেড়েছে তিনি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বাজেট ভোটমুখী বাজেট নয়। ওটা আপনারা করেন। তারপরে পালিয়ে যান।' তিনি জানান, কর বাবদ আয় বেড়েছে আগের বছরের তুলনায় ৪ শতাংশ। মূলধনী ব্যয় বেড়েছে আট শতাংশের কাছাকাছি। সারাদেশের ভিত্তির হার যেখানে ৫ শতাংশ এরাজ্যে তা সাত শতাংশ কৃষকদের আয় ৩ গুণ বেড়েছে। রাজ্যের ঋণের বোঝাও কমিয়ে আনা হয়েছে। ঋণ ও মাথাপিছু আয় এর অনুপাত কমে হয়েছে ৩৭ শতাংশ। যেখানে সর্বভারতীয় হার ৫৮ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাম আমলে যেখানে ৫৭ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে ছিলেন সেখানে এখন মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে রয়েছেন। এই হার শূন্য করাই সরকারের লক্ষ।

প্রশিক্ষিত নার্সদের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্যের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবদন: প্রশিক্ষিত নার্সের সংখ্যা বাড়াতে রাজ্য সরকার ১৬টি সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারি নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেসরকারি নার্সিং কলেজ গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে জেলা স্তরে এমন হাসপাতালকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর জেলা থেকে রিপোর্ট তলব করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী যে ১৬টি সরকারি হাসপাতালের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে ৬০ থেকে ৮০টি আসনের নার্সিং কলেজ খোলা যাবে। সেগুলি হলো; ফুলবাগানের বিসি রায় শিশু হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং শ্রীরামপুর ওয়ালস, গঙ্গারামপুর, ছাতনা, বনগাঁ, কালনা, ইসলামপুর, বারুইপুর, মালবাজার, ফালাকাটা, বড়জোড়া, গোপীবল্লভপুর, শালবনি, ডেবরা ও হলদিয়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। আগামী ২৪ জানুয়ারি ওই হাসপাতাল গুলিতে নার্সিং ট্রেনিং কলেজ গড়ে তোলার জন্যে আগ্রহী বেসরকারি সংস্থার কাজ থেকে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার আগে ১৮ জানুয়ারি আগ্রহী সংস্থাগুলিকে স্বাস্থ্যভবনে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে। আপাতত স্থির হয়েছে, প্রথমে এককালীন ১০ বছর এবং পরে বড়জোর তিনটি নবীকরণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩৩ বছর এ ভাবে বেসরকারি সংস্থা ভাড়ায় নার্সিং কলেজ চালাতে পারবে । এতে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার বহর ও মান, দুয়েরই উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ ঝাঁটা, চটি দিয়ে মার খাবে, তৃণমূলকে তোপ বিজেপি নেতৃত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া সদর বিজেপির ডাকে সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ওপর পুলিশি হামলার অভিযোগ তুলে হাওড়া সিটি পুলিশের সদর দফতর ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সেই অভিযানে নেতৃত্বে থাকা দলের মহিলা সদস্যারা পুলিশকে ঝাঁটা, জুতো সহ প্রতীকি প্রতিবাদ দেখান। বিক্ষোভে উপস্থিত হাওড়া সদর বিজেপির জেলা সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং বলেন, 'বাংলা নির্বাচনে তার মেয়েকে চেয়েছিল, যদিও সেই মেয়ে এসে ৫০০ টাকার ভাতা ১০০০ টাকা করে দিয়ে মেয়ে, বোনদের ইজ্জত বিক্রি করে দেবে এটা বাংলা চায়নি। এর প্রতিবাদ জানাতে গেলে দলদাস পুলিশ একজন সাংসদের প্রোটোকল ভেঙে তার উপর হামলা চালিয়েছে। এই দালালির কারণেই সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত শাহাজান এখনও গ্রেফতার হয়নি। এই দালাল পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে বিজেপি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। এই পুলিশকে ঝাঁটা, জুতো দিয়েই সন্দেশখালিতে মা বোনেরা তাড়া করেছিল। লোকসভা নির্বাচনেও বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী ও পুলিশকে ঝাঁটা, জুতো হাতেই বাংলা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেবে।'

উল্লেখ্য বিধবার সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে টাকিতে এসপি অফিস ঘেরাও অভিযানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন। সেই সময় ধস্তাধস্তিতে পড়ে গিয়ে তিনি চোট পান।

ঘটনায় অসুস্থ সুকান্ত বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার হাওড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেয় রাজ্য বিজেপি।

আজ সন্দেশখালি যাচ্ছেন জেপি নাড্ডার হাই পাওয়ার কমিটির সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার তৈরি ছয় সদস্যের হাই পাওয়ার কমিটি সরেজমিনে দেখতে চায় সন্দেশখালির ঘটনা। সন্দেশখালির বাস্তব চিত্র সরেজমিনে ঘুরে দেখে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেবে এই হাই পাওয়ার কমিটি। আর সেই কারণেই শুক্রবার সকালেই সন্দেশখালি যাচ্ছেন বিজেপির হাই পাওয়ার কমিটির সদস্যরা। এদিকে সূত্রে খবর, এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাত আটটায় কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন সুনীতা দুগ্গল। এর আগে কলকাতা পা রেখেছেন অন্নপূর্ণা দেবী এবং সগীতা যাদব।এঁরা এসে উঠেছেন নিউটাউনের এক পাঁচতাঁরা হোটেলে। এদিকে প্রতিমা ভৌমিক, ব্রিজ লাল, কবিতা পতিদাররেও এদিনই রাতে কলকাতা পৌছানোর কথা।

এদিকে সন্দেশখালির ঘটনায় উত্তাল জাতীয় রাজনীতিও। বিশেষ করে সেখানকার মহিলারা যে মারাত্মক অভিযোগগুলি তুলছেন, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দিল্লির রাজনীতির অন্দরমহলেও। মহিলারা যে অভিযোগগুলি তুলছেন, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বলেই মনে করছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। বিজেপির থেকে বিবৃতি প্রকাশ করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, মহিলাদের উপর উৎপীড়ন ও গুন্ডাগিরির যে অভিযোগ উঠছে, তাতে প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। গোটা রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এমনই এক প্রেক্ষিতেএকটি হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করেছেন জে পি নাড্ডা। এদিকে সন্দেশখালিতে বিজেপির টিম পাঠানো প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল শিবির। রাজ্যের শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কটাক্ষের সুরে বলেন, 'মণিপুর বা অন্য জায়গায় মহিলাদের উপর নির্যাতন হলে, সেখানে তৃণমূল প্রতিনিধি দল পাঠালে, তাঁদের যেতে দেওয়া হত? নিজেরা সেই সব রাজ্যে গিয়েছেন যেখানে নারী নির্যাতন হত?'

নতুন সচিব জগদীশ মিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের নতুন সচিব হলেন জগদীশ প্রসাদ মিনা। ২০০৪ সালের এই আইএএস এখন থেকে সংশোধনাগার প্রশাসনিক দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও সামলাবেন। এতদিন তিনি শুধু সংশোধনাগার দপ্তরের দায়িত্ব সামলাছিলেন। সোমবার কর্মিবর্গ ও সংস্কার দপ্তর থেকে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এদিন জিটিএ-র নতুন প্রধান সচিব হলেন সৌম্য পুরকাইত।

শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের আবির্ভাব উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ৬ ফাল্গুন ১৪৩০ হাওড়া দাসনগরের কাছে বালটিকুরি সদানন্দ মঠে শ্রী শ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে ভক্তরা অংশ নেবেন। সারাদিনব্যাপী প্রার্থনা, গুরুগীতা পাঠ, নগর সংকীর্তন, নামের প্রতিযোগিতা, সকাল এগারোটায় কিঙ্কর জগন্নাথ দাস কর্তৃক দীক্ষাদান, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বণ্টন, অপরাহ্নে ধর্মসভা-আলোচ্য বিষয়- সীতারাম মহাসিন্ধু তীরে। সন্ধ্যায় ঠাকুরের বিরচিত নাটক নদিয়া নাগর অভিনীত হবে। পরিচালনায় ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘ, পরিচালনায় সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলে জানিয়েছেন উত্তম দে।

নতুন বাজার হরিনাম তলার বাৎসরিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার ১৮ ফেব্রুয়ারি মধ্য কলকাতার নতুন বাজার হরিনামতলায় মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবও এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম প্রচার সংঘ কর্তৃক তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন। সন্ধ্যায় সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব বিরচিত নাটক নদিয়া নাগর অভিনীত হবে। পরিচালনায় ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘের সুদীপ মুখোপাধ্যায়।

জমি বিবাদ ঘিরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিক্ষিকার উপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: এক শিক্ষিকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাতুন এফপি স্কুলে। আহত ওই শিক্ষিকার নাম রত্না খাতুন, বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি ভাতুন এলাকার মালদাখন্ড গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েতের মালদাখন্ড এলাকার বাসিন্দা রত্না খাতুনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার দেওর গোলাম ইয়াইয়া ও ওস্মান গনির সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এর আগেও রত্না খাতুনের উপর আক্রমণ হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরিবার সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, রত্না খাতুনের স্বামী আব্দুল কাদের ২০০৭ সালে মারা যাওয়ার আগে তার ছেলে মহম্মদ রাসেলের নামে ১৬ বিঘা জমি লিখে দিয়ে যায়। কয়েক বছর পর রত্না খাতুনের স্থানীয় এক ব্যক্তি আব্দুল জলিলের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে রত্নার আগের পক্ষের দেওররা ওই জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যেই রত্নার উপর বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিত। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রত্না খাতুন ভাতুন এফ পি স্কুলে যান। রত্না খাতুন স্কুলের বাথরুমে গিয়েছিলেন। হঠাৎই বাথরুমে ভেতরে তার উপর দুই দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে ঘটনাস্থলে থেকে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর স্কুলের অন্য এক শিক্ষক দেখে বাথরুমের বাইরে রত্না খাতুন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন তার স্বামী আব্দুল জলিল। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতাল ছুটে আসেন রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় রত্না খাতুন তার দেওর গোলাম ইয়াইয়া ও ওস্মান গনির বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। রত্না খাতুন জানিয়েছেন, আমি স্কুলের বাথরুমে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বের হতেই আমাকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। আমি কাউকে চিনতে পারিনি কারণ তাদের মুখ ঢাকা ছিল। একটা জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এর আগেও আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে জানান রত্না খাতুন। অন্যদিকে তার স্বামী আব্দুল জলিল জানিয়েছেন, রত্না খাতুনের স্বামীর মারা যাওয়ার পর তার ছেলেকে জমিটি দান করে যায়। ওই ১৬ বিঘা জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে রত্নার আগের পক্ষের দেওর গোলাম ইয়াইয়া ও উস্মান গনি। রত্নার উপর আগেও হামলা চালানো হয়েছিল। বাথরুমে ভেতরে রত্নার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। যারা এই কাজ করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বকেয়া জ্বালানির দাম না মেলায় প্রতিবাদ, বন্ধ উত্তরবঙ্গের ১২৫টি পেট্রোল পাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চায়েত নির্বাচনে বকেয়া জ্বালানির দাম না মেলায় উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার সমস্ত পেট্রোল পাম্প বন্ধ রেখে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন মালিকপক্ষ। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার ১২৫টি পেট্রোল পাম্প ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়। এই বনধের ফলে নাকাল হন গাড়ি চালকেরা। এদিন পুরাতন মালদার বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলি বন্ধ থাকার কারণে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। সব পেট্রোল পাম্পের মূল ফটক বন্ধ রয়েছে এমনকী তেল দেওয়ার মেশিনের কাছে কোনও অপারেটর চোখে পড়েনি। পাশাপাশি পাম্পের সামনে একটি করে নোটিস বোর্ড লাগানো রয়েছে। জানা গিয়েছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেট্রোল পাম্প মালিকগুলো সেন্ট্রাল বাহিনীর গাড়িগুলোতে তেল দিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও বিল মেটানো হয়নি। এর ফলে সাড়ে ১৯ কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। টাকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার টালবাহানা করছে। তাই বাধ্য হয়ে উত্তরবঙ্গের ১২৫টি পেট্রোল পাম্প মালিকরা এদিন পাম্প বন্ধ রেখে তাদের দাবি জনসম্মুখক্ষে তুলে ধরে। এ বিষয়ে মালদা জেলা পেট্রোল পাম্প সংগঠনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানিয়েছেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে তেল দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়িতে, সেই তেলের বকেয়া টাকা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পাওনা টাকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা ২৪ ঘন্টা পেট্রোল পাম্প বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা সরস্বতী পুজোর মণ্ডপে লাগানো বহুমূল্যের বেশ কয়েকটি লাইট এবং একটি মেশিন চুরি করে নিয়ে পালায় বলে অভিযোগ। বিষ্ণুপুর শহরের মটুকগঞ্জ মোড় সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় একটি ক্লাবের পুজোয় ঘটেছে ঘটনাটি। ক্লাবের পক্ষ থেকে সরস্বতী পুজো করা হয় প্রতিবছর। এবারও বাগদেবীর আরাধনা করেছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। রাত এগারোটা নাগাদ মণ্ডপ ছেড়ে ক্লাবের সদস্যরা যে যঁর বাড়ি চলে যান। সকালে উঠে ক্লাবের সদস্যদের চুরির বিষয়টি নজরে আসে। তারপরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্বাভাবিকভাবেই শহরের মাঝখানে এই ধরনের চুরির ঘটনায় তাজ্জব এলাকার মানুষ।

সম্পত্তি বিক্রির টাকা ভাগে দুই ভাইয়ে মারপিটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সম্পত্তি বিক্রির টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় দুই ভাই ও আত্মীয়দের মধ্যে মারপিটের অভিযোগ। ঘটনায় আহত ২। কাটারির কোপ ও পাথরের ঘায়ের অভিযোগ তুলেছে একে অপরের বিরুদ্ধে। এক ভাইকে মাথায় কাটারির কোপ দেওয়ার অভিযোগ ও অপর ভাইয়ের দাদু শ্বশুরকে পাথরের ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। প্রকাশ্য রাস্তায় মারপিটের অভিযোগে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। যদিও এখনও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। সূত্রের খবর, চৌকানে বাড়ির দুই ভাইয়ের পরিবারের একটি যৌথ সম্পত্তি বিক্রি করে মোটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল। অভিযোগ, সেই টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারপিট হয়। সেখানে পৌঁছন এক ভাইয়ের দাদু শ্বশুর। পরে তিনিও জড়িয়ে পড়েন মারপিটে, ঘটনায় দু'জন আহত হন। এই টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ ছিল। সেই আক্রোশে এদিন দু' ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে দাবি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৩ ফাল্গুন ১৪৩০ শুক্রবার

রাস্তাতেই পুলিশি বাধা, সন্দেশখালি যেতে না পেরে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের বিজেপির সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা বিফলে গেল। পুলিশি বাধা পেয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিলেন, 'সন্দেশখালি আমি যাবই! আইনি সহায়তা নিয়ে যাব!' বৃহস্পতিবার বিধানসভা থেকে ৩ বিধায়ককে সঙ্গে করে সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে পথেই পুলিশের বাধার মুখে পড়ে বিজেপির বাস।

তাতেই রেগে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আদালত ১৪৪ ধারা তুলে দেওয়ার পর আজ আমরা নিয়ম মেনে ৪ জন বিধায়ক যাচ্ছিলাম। এরপরেও আটকানো হল। পুলিশ যে আটকেছে, সেটার প্রমাণ রাখছি।' এ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন তিন বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি, তাপসী মণ্ডল, শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সরবেড়িয়া পৌঁছতেই পুলিশ কর্তার সঙ্গে ব্যাপক তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন শুভেন্দু। মিনাখাঁ-র এসডিপিও-র সঙ্গে তিনি বচসায় জড়িয়ে পড়েন। শুভেন্দুর বাসের চাকা সেখানেই স্তব্ধ হয়। বাস থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হন শুভেন্দু। সেখানেই বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, পুলিশ বুট দিয়ে তাঁকে মেরেছে। তাঁর পা চিপে দিয়েছেন। রাস্তায় বসে পড়েন শুভেন্দু। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে, এদিন সন্দেশখালি যাওয়ার পথে প্রথমে সায়েন্স সিটির কাছে বাস আটকায় পুলিশ। গাড়ির ভিতর ঢুকে, পরিস্থিতি দেখে বাস থেকে নেমে যায় পুলিশ। বাস আবার সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেয়। এরপর বাসন্তী হাইওয়েতে শুভেন্দু অধিকারীর বাস আটকায় পুলিশ। বাস থেকে বেরিয়ে আসেন শুভেন্দু। তিনি প্রশ্ন করেন, 'দায়িত্বে কোন অফিসার রয়েছেন?' পুলিশের তরফ থেকে উত্তর আসে 'অফিসার-ইন-চার্জ রয়েছেন'। শুভেন্দু তখন জানান, তাঁর লেভেল ওসি লেভেল নয়। আইপিএস-কে ডাকা হোক। সঙ্গে স্পষ্টতই জানান, শুভেন্দু কোনও আইপিএস-এর সঙ্গেই কথা বলবেন। এরপরই পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটি পুলিশ কর্তাদের। গাড়ির ভিতর ঢুকে, পরিস্থিতি দেখে বাস থেকে নেমে যায় পুলিশ। বাস আবার সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেয়।

এরপর সব বাধা কাটিয়ে সরবেড়িয়া পর্যন্ত পৌঁছয় শুভেন্দুর বাস। সেখানে পুলিশের কড়া প্রহরা। পুলিশ বাস আটকায়। সরবেড়িয়াতেই বাস থেকে নেমে রাস্তায় বসে পড়েন শুভেন্দু। ব্যাপক তর্কাতর্কি হয় পুলিশ কর্তার। এদিকে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, শুভেন্দু তিন জনকে নিয়ে যেতেই পারেন। একাও যেতে পারেন। কিন্তু শুভেন্দু গেলে সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। উত্তরে শুভেন্দু জানতে চান, 'গ্রামবাসীরা থাকবে তো বাইরে লোক কোথায়? এর আগে তো রাজ্যপাল গিয়েছেন, জাতীয় মহিলা কমিশন গিয়েছে, আজ এসসি কমিশন গিয়েছে, তাহলে পরিস্থিতি খারাপ হয়নি? আমরা গেলেই হবে?' এরপরই পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, 'ওরা গিয়েছে পরিস্থিতি খারাপ হয়নি।' এরই প্রত্যুত্তরে শুভেন্দু জানতে চান তাঁকে আটকানো হচ্ছে কেন? শুভেন্দু চিৎকার করে বলেন, এটা যা করা হচ্ছে তা গায়ের জোরে করা হচ্ছে। এরপরই রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দেন বিরোধী দলনেতা।

সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ

প্রাক্তন রাজ্যপাল ধনখড়ের নিয়োগকে মান্যতা দিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঙ্গল বেঞ্চ নিয়োগ খারিজ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সেই নিয়োগ মামলায় এবার কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশ বাতিল করল ডিভিশন বেঞ্চ। জগদীপ ধনখড়ের নিয়োগকে মান্যতা দিয়ে বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চ জানাল, আগের নিয়োগ বহাল থাকবে। ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের (ইজেডসিসি) ডিরেক্টর পদে আশিস গিরি নামে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন ধনখড়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় বর্তমানে দেশের উপরাষ্ট্রপতি। নির্ধারিত ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ওই পদের জন্য সেই সময় তিন জনকে বাছাই করা হয়েছিল। সেই তিন জনের নাম কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে পাঠান ধনখড়। সেখান থেকে আশিসের নিয়োগে সিলমোহর দেওয়া হয়।

এই নিয়োগের প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। মামলা হয় হাই কোর্টে। বিচারপতি লপিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চ সেই নিয়োগ খারিজ করে দিয়েছিল। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে চারটি আবেদন জমা পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও আবেদন করা হয়। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ভিএম ভেলুমানির ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় সংবিধানের ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী, রাজ্যপালের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। সেই নিয়োগ খারিজও করা যায় না। ইজেডসিসি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি স্বয়ংক্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই রাজ্য ছাড়াও এই সংগঠনে রয়েছে অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, সিকিম, ওড়িশা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদাধিকার বলে এই সংগঠনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সন্দেশখালিতে ধর্ষণের কোনও অভিযোগ মেলেনি, জানাল পুলিশ

—ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি তপ্ত হওয়ার পরই সেখানকার গ্রামের মহিলারা মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন প্রকাশ্যে। শেখ শাহজাহান ইডির ভয়ে ব্যাকফুটে যেতেই শাজাহান ও তার অনুগামীদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছেন গ্রামবাসী।

রাতে শিবু হাজরা দলীয় কার্যালয়ে বউদের ডেকে পাঠাত। না হলে স্বামী ও সন্তানের ওপর অত্যাচার হত বলে অভিযোগ উঠেছিল। তার প্রেক্ষিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ দাবি করল সন্দেশখালিতে ধর্ষণের কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এমনকী এই বিষয়ে সংবামাধ্যমের একাংশ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রচার করছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে পুলিশের তরফে। সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে বিগত কয়েকদিন ধরেই সরগরম রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান অনুগামী শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ তুলছেন স্থানীয় মহিলারা। রীতিমতো প্রতিবাদে সামিল হলে লাঠিসোঁটা, বাঁশ, ঝাঁটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা। রাতবিরেতে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া, মারধর সহ বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ তোলেন সন্দেশখালির মহিলারা। এই পরিস্থিতিতে ১০ জন মহিলা তদন্তকারীর একটি বিশেষ দলও গঠন করা হয়েছে। বিশেষ সেই তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডিআইজি সিআইডি সোমা দাস মিত্র।

মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনায় সম্প্রতি সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে কথাও বলেন বিশেষ ওই তদন্তকারী দলের সদস্যরা। পরে সোমা দিস মিত্র বলেন, 'যাঁরা স্পেসিফিক কিছু বলতে চেয়েছেন, আমরা ভয় কাটানোর জন্য এসেছিলাম। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছি। যেটা করার দরকার সেটা করা হবে। ৪টি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ওঁদের যেটা মনে হয়েছে সেটা বলেছেন। শারীরিকভাবে নির্যাতনের মধ্যে কেউ বলেন মারধর করা হয়েছে, কেউ বলেন নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা বা নির্যাতন করা হবে বলে ভয়ে দেখানো হয়েছে। ওঁরা বলেছেন ওঁদের ভয় দেখানো হত।' যদিও ধর্ষণের কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত দায়ের হয়নি বলেই জানাচ্ছে পুলিশ।

এদিকে সন্দেশখালির ঘটনায় সরব হয়েছে জাতীয় তপশিলি জনজাতি কমিশন। কমিশের সদস্য অঞ্জু বালা বলেন, 'এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা যে আজকের দিনেও মহিলাদের সঙ্গে এই রকম কিছু ঘটতে পারে যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। নাম মমতা, কিন্তু মনে মমতা নামের কোনও বিষয়ই নেই।'

অন্যদিকে বিরোধীদের তরফেও লাগাতার সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। অভিযোগে জানানো হচ্ছে, সন্দেশখালির মহিলাদের ৫০০ থেকে ১০০ টাকার বিনিময়ে শেখ শাহজাহানদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে বিজেপির তরফে। বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, কয়েকদিন আগে বলেন, '৫০০ থেকে ১০০০ টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে, মহিলাদের শেখ শাহজাহানদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মহিলারা এর জবাব দেবেন।'

নৈহাটিতে ছাত্র নেতার ওপর হামলার অভিযোগ কলেজের প্রাক্তনীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সরস্বতী পুজো উপলক্ষে কলেজে এসে আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন ছাত্র নাজমুল ইসলাম। অনন্ত এমনটাই তাঁর অভিযোগ। অভিযোগের তির কলেজেরই প্রাক্তনীদের দিকে। বুধবার সন্ধেয় নৈহাটির ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজে এসেছিলেন প্রাক্তন ছাত্র নাজমুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, কলেজ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতেই প্রাক্তনীরা অতর্কিতে হামলা চালায়। গাড়ির ভেতর থেকে তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করার চেষ্টা করেন হামলাকারীরা। আক্রান্ত নাজমুলের অভিযোগ, কলেজের প্রাক্তনী হালিশহর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ সাহা, মৌমিতা দে, বাবন সাহা, দেবব্রত মজুমদার, দেবতনু মুখার্জিরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁর গাড়িতে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ওরা ভাঙচুর চালায়। ঘটনার দিন রাতেই নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্র নেতা নাজমুল ইসলাম। কিন্তু কী কারণে ওরা হামলা চালালো, তা নিয়ে অন্ধকারে আক্রান্ত ওই ছাত্র নেতা।

নাজমুলের দাবি ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি ওই কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। যদিও ঘটনায় অভিযুক্ত হালিশহর পুরসভার কাউন্সিলর পার্থ সাহা অন্য কথা বলছেন। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, কলেজে ঢোকার সময় নাজমুল ও তার সঙ্গীরা অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা বলছিল। প্রথম বর্ষের মেয়েদের সঙ্গে ওরা ধাক্কাধাক্কি করে। পার্থ-র অভিযোগ, ওরা মেয়েদের জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে দেয়। তা নিয়ে হয়তো গন্ডগোল হয়েছে। তিনি বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন। পার্থবাবুর দাবি, এটা কোনও গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের বিষয় নয়।

যদিও কলেজের ছাত্রীদের হেনস্তার অভিযোগ উড়িয়ে আক্রান্ত ছাত্র নেতা নাজমুল ইসলাম বলেন, 'নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন অভিযুক্তরা মনগড়া কথাবার্তা বলছে।' নাজমুলের যুক্তি, কলেজে ক্যাম্পাসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখলে ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। এদিকে বৃহস্পতিবার বেলায় আক্রান্ত ছাত্র নেতাকে দেখতে আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের হামিদপুরে তাঁর বাড়িতে যান ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। কথাও বলেন। পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

হালিশহরে হামলার শিকার যুবক, পালাতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচতে পালাতে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক যুবকের। প্রাথমিকভাবে অনুমান, হুকিং-এর বিদ্যুতের তারে পা জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে হালিশহর জেটিয়া পঞ্চায়েতের ১ নম্বর সংসদের বালিভাড়া গ্রামের রামপ্রসাদ পল্লিতে মৃত যুবকের নাম অরিজিত বিশ্বাস(২৮) ওরফে বান্টি।

ওই যুবক মাছের ব্যবসা করতেন। স্থানীয়দের দাবি, গভীর রাতে একদল যুবক লাঠিসোটা নিয়ে রামপ্রসাদ পল্লি এলাকার মোড়ে হাজির হয়। সেখানে বান্টিকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। প্রাণ বাঁচাতে ওই যুবক নির্জন নিচু জলাজমির মধ্য দিয়ে দৌড়চ্ছিলেন। সেখানে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে নেওয়া হুকিং-এর তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। জেটিয়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে মৃত যুবকের বন্ধুদের দিকেই। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রাধা ব্যাপারী বলেন, 'হালিশহর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের একদল যুবক রাতে বান্টিকে তাড়া করে লাঠিসোটা দিয়ে পেটায়। প্রাণ বাঁচাতে নিচু জলাভূমির মধ্য দিয়ে দৌঁড়ে পালানোর সময় দুর্ঘটনা ঘটে। রাধাদেবী বলেন, 'মনে করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে বান্টির মৃত্যু হয়েছে। যদিও ওর বুকে ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।' তাঁর দাবি, হামলাকারীরা মৃত যুবকের বন্ধু। তবে কেন ওরা বান্টি নামক যুবককে মারধর করল তা জানা নেই। পুলিশ এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু কীভাবে যুবকের মৃত্যু হল এখনই বলা সম্ভব নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

খড়দায় ক্লাবে ঢুকে হামলা! পাল্টা 'গণরোষে' মৃত্যু দুষ্কৃতীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দায় ক্লাবে ঢুকে হামলা চালিয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ। ঘটনায় আক্রান্ত ক্লাব সম্পাদক-সহ স্থানীয় এক দম্পতি। পাল্টা গণ ধোলাইয়ে ওই দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে খড়দহের রহড়া থানার রুইয়া নালির মাঠ এলাকায়। মৃতের নাম মানিক বিশ্বাস ওরফে বিজিত (৩৮)। মৃতের বাড়ি নালির মাঠ এলাকাতেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নালির মাঠ এলাকার 'সম্প্রীতি' ক্লাব প্রতি বছরের মতো এবারও বুধবার ঘটা করেই সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছিল। ওইদিন সন্ধ্যায় ক্লাবের ভিতরে বসেছিলেন ক্লাব সম্পাদক তাপস দত্ত-সহ কয়েকজন ক্লাব সদস্য। অভিযোগ, বিজিত নামে ওই যুবক মত্ত অবস্থায় আচমকা ক্লাবের মধ্যে ঢুকে পড়ে ধারালো খুর দিয়ে ক্লাব সম্পাদকের ওপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ক্লাব সম্পাদক-সহ বাকিরা সেখান থেকে পালিয়ে যান। বসিন্দাদের অভিযোগ, ক্লাবের মধ্যে ঢুকে এলোপাথাড়ি ভাঙচুর চালায় বিজিত। টিভি, ক্যারাম বোর্ড থেকে আসবাবপত্র ও জানালার কাচ ভাঙচুর করতে থাকে বিজিত। ভাঙচুরের আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ক্লাব লাগোয়া বাসিন্দা কবিতা ঘোষ। অভিযোগ, মদ্যপ যুবক ওই মহিলার মাথায় ক্ষুর দিয়ে আঘাত করে। স্ত্রীর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন স্বামী আশুতোষ ঘোষ। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে আশুতোষ বাবুর মাথায় এবং গলায় ক্ষুরের আঘাত লাগে। এদিকে ওই ঘোষ দম্পতিকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর ক্ষিপ্ত বাসিন্দারা একজোট হয়ে ওই যুবককে গণ ধোলাই দেয়। খবর পেয়ে রহড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দম্পতি-সহ ক্লাব সম্পাদক ও হামলাকারী বিজিতকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বিএনবসু মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা বিজিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে আক্রান্ত আশুতোষ ঘোষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতা অতনু দাস বলেন, ' বিজিত নামে ওই যুবক এলাকায় দুষ্কৃতী হিসেবেই পরিচিত ছিল। ওর অত্যাচারে এলাকার মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বুধবার একটি ক্লাবের মধ্যে ঢুকে হামলা চালায়। এমনকি খুর হাতে হামলা চালায়। তাতে ক্লাব সম্পাদক সহ তিন জন জখম হয়েছেন। এরপরই বাসিন্দাদের জনরোষের শিকার হয় ওই যুবক।' পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বিরুদ্ধে খুন-সহ একাধিক দুষ্কৃতী কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।

তৃণমূলের চার রাজ্যসভার প্রার্থী সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর, সুস্মিতা দেব এবং নাদিমুল হকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরিকা ঘোষ এবং মমতাবালা ঠাকুর বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার অন্য দুই প্রার্থী সুস্মিতা দেব এবং নাদিমুল হক মঙ্গলবারই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

১ হাজার কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে তৃণমূলকে, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, যে সব বন্ড এখনও ভাঙানো হয়নি সেগুলির টাকা ফেরত দিতে হবে দলগুলিকে। শীর্ষ আদালতের এই রায়ে তৃণমূল সমস্যায় পড়বে বলে মন্তব্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।

বৃহস্পতিবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে তিনি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ১ হাজার কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে তৃণমূলকে। নির্বাচনী বন্ডে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানান, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই) এই ধরনের বন্ড দেওয়া বন্ধ করবে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে জমা পড়া অনুদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে দেবে। সুপ্রিম কোর্টের তরফে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কমিশনকে অনুদান সংক্রান্ত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

ব্যারাকপুরে মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বসিরহাটে এসপি অফিস অভিযান কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এস পি অফিসের দিকে এগোতেই গন্ডগোল বাধে। পুলিশি বাধায় দুপক্ষের মধ্যে বচসা থেকে তুমুল ধস্তাধস্তি বেধে যায়। অভিযোগ, পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ একাধিক নেতা-কর্মীরা। সুকান্ত মজুমদারের ওপর আক্রমণের অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে এসপি অফিস কিংবা পুলিশ কমিশনারেট অফিস অথবা মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার বেলায় ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হন বিজেপি কর্মীরা। সেখানে তারা কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, রাজ্য যুব মোর্চার সম্পাদক উত্তম অধিকারী, রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, বিজেপির মুখপাত্র শীলভদ্র দত্ত প্রমুখ। মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, সন্দেশখালিতে মা-বোনদের ওপর দিনের পর দিন অত্যাচারে অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। ফাল্গুনী দেবীর দাবি, গোটা রাজ্যে শেখ শাহজাহানের মতো অনেকেই লুকিয়ে আছে। তাদেরকেও চিহ্নিত করে পাকড়াও করতে হবে। যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'সন্দেশখালি আন্দোলনের পথ দেখিয়েছে। ভয় উপেক্ষা করেই শেখ শাহজাহানদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন সন্দেশখালির অত্যাচারিত মা-বোনেরা।' উত্তমের দাবি, আগামীদিনে সন্দেশখালি মডেলেই গোটা রাজ্যে তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবেন।

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রের বোঝা উচিত যে রাজ্য কোনওভাবেই মোদির ভোট প্রচারে হাওয়া যোগাবে না

মোদি সরকার প্রায় ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার উপরে তুলে এনেছে দাবি করা হলেও প্রকৃত কাহিনি গেরুয়া পণ্ডিতদেও অজানা নয়, আর যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা তো জানেনই নিজেদের হাঁড়ির হাল। তাই এই দুই শ্রেণির কোটি কোটি ভোটারের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই। এই ছকের মোক্ষম অস্ত্র হল, নতুন করে 'উজ্জ্বলা' সংযোগ দিয়ে 'মোদি মাহাত্ম্য' প্রচার। টার্গেট ছিল, দেশজুড়ে ৭৫ লক্ষ উজ্জ্বলা সংযোগ প্রদান। কিন্তু কারা এই সংযোগ পাবেন? তা ঠিকই-বা করবেন কারা? দিল্লির ফর্মুলা ছিল;গ্যাস সংস্থার প্রতিনিধি ও সমাজের 'গণ্যমান্য' ব্যক্তিদের নিয়ে একটা কমিটি গড়া হবে এবং তার মাথার উপর থাকবেন জেলাশাসকরা। আর এখানেই উঠে এসেছে দুটি গুরুতর প্রশ্ন। 'গণ্যমান্য' ব্যক্তির সংজ্ঞা এবং ডিএম সাহেবদের ভূমিকা কী হবে? আমরা অভিজ্ঞতা থেকে এটাই দেখি যে, সংকীর্ণ রাজনীতি সর্বগ্রাসী রূপ নেওয়ার পর থেকে প্রকৃত গুণীর কদর করার সংস্কৃতি দেহ রেখেছে। গুণীদের আসন বরাদ্দ হয়েছে শাসকের ধামাধরা বা তল্পিবাহক কিছু ব্যক্তির জন্য। যেহেতু উজ্জ্বলা যোজনায় দাতার ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদির সরকার, সেই হিসেবে গণ্যমান্যদের তালিকায় গেরুয়া পংক্তির বাইরের কোনও ব্যক্তির জায়গা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আগে থেকে বাছাই করা নামধামের তালিকায় সই বা সিলমোহর দেওয়ার জন্যই কমিটিতে ডিএমদের কদর। কিন্তু এদেশে সরকারি প্রকল্পগুলিতে চুরি দুর্নীতি অস্বচ্ছতার যে ছড়াছড়ি! উজ্জ্বলা সংযোগ নিয়েও যদি কোনওদিন এমন বেনিয়ম ধরা পড়ে? তখন বাকিরা হাত ধুয়ে ফেললেও ডিএমরা পালাবেন কোথায়? সব দায় বর্তাবে তাঁদেরই উপর। স্বভাবতই এমন শর্তে রাজি হয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন। ফলে বাংলায় উজ্জ্বলা সংযোগের কোনও কমিটি তৈরি হয়নি এবং থমকে ছিল গোটা প্রক্রিয়া। কিন্তু ভোটের কথা মাথায় রেখে আর বিলম্ব চায় না দিল্লি। তাই নবান্নকে 'অন্ধকারে' রেখেই, কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে, চলিত সপ্তাহেই এরাজ্যে শুরু হতে চলেছে উজ্জ্বলার নয়া সংযোগ প্রদান। এপর্যন্ত এখানে উজ্জ্বলায় আবেদন জমা পড়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ। ভোট ঘোষণার আগেই বেশিরভাগের নিষ্পত্তি সেরে ফেলতে চান মোদিরা। পেট্রলিয়াম মন্ত্রকের দাবি, ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে উজ্জ্বলার গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৬০ লক্ষ। তারপরই নতুন সংযোগের দুয়ার বন্ধ রাখা হয়। সেটা ফের খুলে দেওয়া হয়েছে গত সেপ্টেম্বরে। ভোট বড় বালাই! আর এখানেই শুরু হয়েছে শর্ত নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনই শেষকথা। ভোট-লড়িয়ে মাত্রই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। কেউ অন্য দলের সুবিধা করে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে রাজনীতি করেন না। স্বভাবতই কেন্দ্রের বোঝা উচিত ছিল, নবান্ন কোনওভাবেই মোদির ভোট প্রচারে হাওয়ার জোগান দেবে না।

জন্মদিন

আজকের দিন

আই এস জোহর

১৯২০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আই এস জোহরের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশ্বের ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াসিম জাফরের জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মায়াঙ্ক আগরওয়ালের জন্মদিন।*

ভারতের মহিলা সমাজের কাছে আলোকবর্তিকা প্রথম ইঞ্জিনিয়ার আয়াল সোমায়াজুলা ললিতা

ড. বিমলকুমার শীট

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে ছিল। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও শিক্ষার আঙ্গিনায় আসতে শুরু করে। দিকে দিকে শুরু হয়েছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। সামাজিক শত বাধাকে উপেক্ষা করে নারীরা আর অন্তপুরে আবদ্ধ রইল না নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। শুধু শিক্ষা নয় আপন কর্মক্ষেত্রও। তামিলনাড়ুর আয়াল সোমায়াজুলা ললিতা ছিলেন এমনই একজন নারী যিনি এমন একটি পেশাতে প্রবেশ করেছিলেন যা ছিল সে সময় কল্পনার অতীত। কারণ পুরুষরাই ছিলেন এই বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বময় অপ্রতিদ্বন্দ্বি ব্যক্তি। কিন্তু এ ললিতার বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ওঠার পথ এত সোজা ছিল না। দীর্ঘ চড়াই উতরাই পথ বেয়ে তিনি এখানে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব ছিল যুগান্তকারী যা সারা দেশের মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। বর্তমান ২৩ জুন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং দিবসে বিশ্বজুড়ে নারী ইঞ্জিনিয়ারদের স্মরণ করা হয়।

১৯১৯ সালে ২৭ আগষ্ট তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে এক তেলেগু ভাষী শিক্ষিত পরিবারে এ ললিতা জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ভারতে বাল্যবিবাহ ছিল আদর্শ। তাই ললিতারও ১৯৩৪ সালে ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরও তাঁর পড়াশুনা অব্যাহত ছিল। কিন্তু লিভিং সার্টিফিকেট (দশম শ্রেনি) পাওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। তার মেয়ে শ্যামলা ১৯৩৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এর তিন মাস পর ললিতার স্বামী মারা যান। আঠারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। সে সময় বিধবাদের মাথায় চুল কামিয়ে সামাজিক বিধিবিধান মেনে চলতে হত। ললিতা অপরাপর বিধবা মহিলাদের মতো হন নি। তখন সমাজে বিধবাদের বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল না। তার সেকথা মনে পড়েছিল। ১৯৬৪ সালে যখন তিনি মহিলা ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটির সোসাইটি অফ উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তখন এই সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন- '150 years ago– I would have been burned at the funeral pyre with my husbandós body". দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগরনামে খ্যাত কান্দুকুরি বীরসালিঙ্গম পানতুলু (১৮৪৮-১৯১৯) বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন, বিধবা বিবাহ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৮৭১)। ললিতা কিন্তু পুনরায় বিয়ে করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। পড়াশুনার প্রতি তাঁর প্রবল ইচ্ছাই ছিল এর অন্যতম কারণ। পারিবারিক পরিবেশও তাঁর ইচ্ছার সহায়ক হয়েছিল। এ ললিতার পিতা পাপ্পু সুব্বা রাও অল-মেল কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং গুইন্তি এর একজন অধ্যাপক ছিলেন। ললিতার অদম্য ইচ্ছা ও পিতার চেষ্টায় চেন্নাইয়ের কুইন মেরিস কলেজে যোগদান করেন এবং প্রথম শ্রেণীর সাথে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ করেন।

এ ললিতা ডাক্তারি পেশাকে পেশা হিসাবে বেছে নেননি তাঁর শিশুর যত্নের কথা ভেবে। তবে তিনি তাঁর বাবা ও ভাইদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর পথকে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ হিসাবে বেছে নিলেন। কিন্তু আজকের মতো সেকালে যে কোন বিভাগে ভর্তির ইচ্ছা থাকলে ভর্তি হওয়া যেতো না। তাঁর বাবা পাপ্পু সুব্বারাও মেয়ের কথা তৎকালীন কলেজের অধ্যক্ষ ড. কে সি চাকের কাছে তুলে ধরেন। তখন অধ্যক্ষ ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তা স্যার আর এম স্ট্যাথাম, ডিরেক্ট্র ফর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে এ ললিতাকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রী হিসাবে ভর্তি (১৯৪০) করে নেন। চার বছর এই কলেজে পড়াশুনা করেন । অবশ্য এই সময় আরো দু-জন মহিলা লীলাম্মা জর্জ এবং তেরেসা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নের জন্য সিইজিতে যোগাদান করেন। এরা তিন জনই ছিলেন সিইজি থেকে প্রথম ব্যাচের মহিলা। তাঁরা সবাই এক সাথে স্নাতক হন। ১৯৪৪ সালে এ ললিতা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন । ললিতা একক ছাত্রী হিসাবে ছেলেদের সঙ্গে পড়াশুনা, প্রজেক্ট এর কাজ করা, দুপুরে এক সঙ্গে খাবার খাওয়া প্রভৃতি করতে হত। কলেজ কর্তৃপক্ষ তার জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যবস্থা করে। একজন অধ্যাপকের মেয়ে হিসাবে ললিতার বাড়তি সুবিধা ছিল। তবে ললিতার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির জন্য চূড়ান্ত প্রয়োজন ছিল ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। তাই তৎকালীন বিহারের জামাল্ পুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে তিনি এক বছরের শিক্ষানবিশ সম্পন্ন করেন।

এরপর ললিতা ভারতের সেন্ট্রাল স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন, সিমলায় ইঞ্জিনিয়ারিংএ সহকারী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি এক বছর চাকরিতে ছিলেন। তিনি তাঁর বাবাকে ধোঁয়াহীন চুলা এবং জেলেক্টোমোনিয়াম (একটি বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্র) নিয়ে গবেষণা করতে সাহায্য করেন। পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ের বৈদ্যুতিক বিভাগে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে তিনি এক বছর কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে ললিতা কলকাতায় একটি ব্রিটিশ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি (AEI) এ যোগ দেন। তিনি ভারতের বৃহত্তম বাঁধ ভাকরা নাঙ্গাল ড্যাম, ট্রান্সমিশন লাইন ডিজাইন এবং সাবস্টেশন লেআউটে কাজ করেন।

দেশের বাইরেও ললিতার কর্মখ্যাতি প্রসার ঘটেছিল। তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে, লন্ডনের ইন্সটিটিউশন অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স কাউন্সিল তাকে সহযোগী সদস্য হিসাবে নির্বাচন করে। ১৯৬৬ সালে তিনি এর পূর্ণ সদস্য হন। ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা ইঞ্জিনিয়ারস ও বিজ্ঞানীদের (ICWES) এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে এ ললিতা যোগদান করেছিল। এটি ছিল তাঁর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ব্যক্তিগত ক্ষমতায় তিনি নিজেই সম্মেলনে যোগদান করেছেন। সম্মেলনে ৫০০ জনের বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল। সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মহিলাদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা। সম্মেলনের নারীরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। ললিতা উল্লেখ করেছেন: 'সম্মেলনটি তাদের দেশের পেশাদার সমাজে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং কেবল ছাত্রাবস্থায়ই নয়, তাদের পেশাগত জীবনে নারীদেরকে তাদের যোগ্যতার উন্নতি করতে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটি এই সম্মেলনের জন্য ব্যবহৃত মহিলা ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীদের কেন্দ্রীয় ফাইল বজায় রাখার এবং যতটা সম্ভব বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্র যেমন টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক্যাল নিউজ, ধর্মযুগ, হিতাবাদ এবং পুনা ডেইলি নিউজ তার সম্মেলনের সফর কভার করে। তিনি শ্রীলঙ্কা, নেপাল প্রভৃতি দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পের উপর জাতিসংঘের পরামর্শ দাতা হিসাবে কাজ করেছেন। ললিতা ১৯৬৫ সালে লন্ডনের মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটির পূর্ণ সদস্য হন এবং ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত মহিলা প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য ভারতে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে সম্মত হন। অনুষ্ঠানটি তিনি ভারতে বাজারজাত করেন। এবং ভারত থেকে পাঁচজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সক্ষম হন। ললিতা নারীর অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার জন্য সোচ্চার ছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সফল সুযোগ থাকা উচিৎ। এই আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ললিতা ভারতের প্রথম ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে থাকলেও পারিবারিক দায়িত্বকে অবহেলা করেন নি। তাঁর একমাত্র কন্যাকে পিতার অভাব বুঝতে দেন নি। তিনি তাঁর মেয়েকে বিজ্ঞান অধ্যায়ন করতে এবং টেনিস এবং সাঁতারের মতো পাঠক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ করতে উৎসাহিত করেন। নিজে বিধবা হলেও বিধবাদের পুনরায় বিয়ে করা উচিৎ বলে মনে করেছিলেন। আজও অনেক মহিলা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টি মাঝ পথে ছেড়ে দিলেও ললিতা ছিলেন তাদের কাছে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। ১৯৭৯ সালে ৬০ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

চিরদিনের মহানায়ক উত্তম কুমার

সামসুজ জামান

আমরা কি একজন ডাকসাইটে অভিনেতা অরুন কুমার চট্টোপাধ্যায় কে চিনি? অনেকেই এই নামে কোন ভালো অভিনেতা ছিলেন বলে মনেও করতে পারেন না কিন্তু উত্তম কুমার নামটি বলামাত্রই আমাদের মনে যেন একেবারে একটা শিহরণ জেগে ওঠে। তিনি তা চলমান বিস্ময়ের মত। এই ছেলেটার বাবার নাম সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় আর মায়ের নাম ছিল চপলা দেবী। ছেলেটা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকে অভিনয় করে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিলেন শুধু তাই নয় আবার ১৪/১৫ বছর বয়সে 'গয়াসুর' নাটকের অভিনয় করেও পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ছেলেটার জন্ম হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আহিরী টোলায় মামার বাড়িতে জন্ম হয়েছিল এই ছেলেটির আর পিতৃ নিবাস কলকাতার ভবানীপুরে ছেলেটা গোয়েন্দা কলেজ অফ কমার্সে ভর্তি হলেও পারিবারিক আর্থিক অনটনের জন্য কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে ২৭৫ টাকা মাস মাইনের চাকরি চাকরি নিয়ে কলেজের বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

এই পুরনো চিত্রটা এখন হয়তো বদল হয়ে গেছে কিছুটা— । এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা তো সাধারণত ছোট ছেলেমেয়েদের সিনেমা নাটক যাত্রা এসবের দিকে ঘেঁষতে দিতাম না। বাড়ির বয়স্ক অভিভাবক যারা থাকতেন তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে এই ছোটদেরকে সিনেমা ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এই ছেলেটা একেবারে ব্যতিক্রমী একটা ছেলে ছিল। ছোটবেলা থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা নাটক দেখা ছিল তার একটা প্রিয় বিষয়। তার জ্যাঠামশাইরা বাড়িতে নাটকের ক্লাব করেছিল এবং সেখানে মহড়া চলত আর এই ছেলেটা ঠাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো আর মনে মনে তার নেশাটাকে বাড়িয়ে তুলছিল। বাড়িতেই পুরনো কাপড় দিয়ে সাজিয়ে 'সুহৃদ সমাজ' তৈরি করেছিলেন। আবার পাড়ার ছেলেদের নিয়ে মজা করে পর্দা টাঙ্গিয়ে, মাচা তৈরি করে সাজসজ্জা করে গড়ে তুলেছিলেন 'লুনার ক্লাব'। আসলে সেই ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই ছিল অভিনয় পাগল একজন ছেলে কিম্বা বলা ভালো একেবারে জাত অভিনেতা।

স্কুলের অনুষ্ঠান হবে, গয়াসুর নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে কিন্তু সমস্যা গয়াসুর চরিত্রের উপযোগী কোন অভিনেতা পাওয়া যাচ্ছে না। দায়িত্বে থাকা শিক্ষক মশাই খুব হতাশ হয়েই একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন যে এমন কি কেউ নেই যে এই অভিনয়টা করতে পারে? এখন অরুণ নামের ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল বেশ বীরের ভঙ্গিমায় বলেছিল সে এই অভিনয়টা করতে পারে। কিভাবে অভিনয় করেছিল। যাতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন- 'ওয়ান্ডারফুল! চমৎকার অভিনয় করেছ তুমি' বলাবাহুল্য প্রধান শিক্ষক খুব খুশি হয়েছিলেন। এভাবেই ছেলেটা প্রভাবিত করেছিল অন্যান্যদের। একদিন পাড়ায় অভিনয় করার সুযোগ এসে গেল ব্রজদুলাল নাটকে ছোট কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করে মুগ্ধ করেছিল সকলকে ছেলেটা। ওই নাটকে সেকালের বিখ্যাত মঞ্চ ও চিত্র অভিনেতা অংশ নিয়েছিলেন। ছেলেটার অভিনয় ক্ষমতা দেখে তখনই তিনি খুব সফল ভবিষ্যৎবাণী করে অরুনের জ্যাঠামশাই কে বলেছিলেন -'তোমার ভাইপো বড় অভিনেতা হবে হে'। আর সেই ছেলেটাও ফণি রায়ের মান রেখেছিল। সে সময় বিশ্বনাথ ভাদুরি ছবি বিশ্বাস জহর গঙ্গোপাধ্যায় নরেশ চন্দ্র মিত্র ইত্যাদি অভিনেতারা মঞ্চ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন আর এই ছেলেটি কর্নারজুন নাটকের শ্রীকৃষ্ণ শাজাহানের দিলদার দুই পুরুষের সুশোভন ইত্যাদি চরিত্রে একেবারে নিজেকে ঢেলে দিয়ে চরম সফলতা দেখাচ্ছে। এভাবে অভিনয় করতে করতে তাঁর আত্মবিশ্বাস একেবারে তুঙ্গে।

কত মজার মজার ঘটনা ছেলেটাকে নিয়ে। যখন পোর্ট ট্রাস্টের চাকরিতে ঢুকেছেন তখন সেখানে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির নাটকে মুখ্য চরিত্রে উত্তম কুমার অভিনয় করতে চাইলেন কিন্তু অফিস ইনস্টিটিউট সেক্রেটারি এই চরিত্রে উত্তমকে নিতেই চাইলেন না। কিন্তু অভিনয় করার পর তিনি আবার স্বর্ণপদক দিলেন উত্তম কুমারকে।

অরুন কুমার চাকরির পাশাপাশি পারিবারিক নাট্যগোষ্ঠী সুহৃদ সমাজে মায়াডোর নাটকের অভিনয় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিলেন। নীতিন বোসের পরিচালনায় দৃষ্টিদান ছবিতে অংশগ্রহণ করেই ১৯৪৮ সালে চলচ্চিত্র জীবনে পা বাড়ালেন। পা বাড়ালেই সামনের সফলতা সব সময় যেমন ধরা দেয় না , অরুণ কুমার এর ক্ষেত্রেও তেমনি হয়েছিল পরপর কয়েকটি ছবি দর্শক মনে দাগ কাটতে পারল না ফলে একেবারে ব্যর্থ। তাহলে কি তার প্রাণের থেকে প্রিয় অভিনয় জীবন তাকে চলার পথের সাথী হিসেবে গ্রহণ করবেনা? অরুন কুমার যখন এসব ভাবছেন তখনই নির্মল দের পরিচালনায় সাড়ে চুয়াত্তর ছবিতে তিনি অভিনয়ের সুযোগ পেলেন কিন্তু প্রধান অভিনেতা হিসেবে এই ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায় এসব শিল্পীরাই আকর্ষণের বস্তু ছিলেন। এবার উত্তম কুমার নাম নিয়ে তিনি চলচ্চিত্রে অংশ নিলেন। এবার দর্শক পছন্দ করলেন উত্তম কুমারকে মনে প্রাণে। এরপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অজস্র ছবিতে উত্তম কুমার বাঙালি দর্শক মনে একেবারে দাপিয়ে বেড়ালেন আর পিছন ফেরার প্রয়োজন পড়েনি উত্তম কুমারের।

উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন দুজনে জুটি বেঁধে অভিনয়ে নামার পর সফলতা চূড়ান্ত মাত্রায় এসেছিল। উত্তম কুমার অন্যান্য নায়িকাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন এবং একই সঙ্গে সেই সব নায়িকারাও উত্তম কুমারের পরিপূরক হিসেবে অভিনয় করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই তবুও উত্তম সুচিত্রা জুটি যেন প্রকৃতই বিস্ময়কর সফলতার চূড়ান্ত সীমায় উঠেছিল। উত্তম-সুচিত্রার জুটির মধ্যে সফল ছবির তালিকা মোটামুটি ভাবে এই রকম - সাড়ে চুয়াত্তর অগ্নিপরীক্ষা শিল্পী সপ্তপদী পথে হলো দেরি, হারানো সুর, শাপ মোচন, ইন্দ্রানী, সবার উপরে, হার মানা হার, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রায় ৩০টা ছবিতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছেন তাঁরা। এছাড়া এরপর আসবে উত্তম সুপ্রিয়া জুটির কথা। এই তালিকাতে ও ভালো ভালো ছবির মধ্যে রয়েছে চিরদিনের, কাল তুমি আলেয়া, লাল পাথর, মন নিয়ে, বিলম্বিত লয়, সন্ন্যাসী রাজা, বন পলাশীর পদাবলী, সিস্টার, জীবন মৃত্যু, বাঘবন্দী খেলা প্রভৃতি ছবির নাম। এবার আসছে উত্তম কুমার সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ছবির প্রসঙ্গ। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ক্ষমতাও কিছু কম ছিল না আর মহানায়কের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনিও আমাদের অনেক মনের মত ছবি উপহার দিয়েছেন। উত্তম সাবিত্রী জুটির অভিনীত ছবি যেগুলোর কথা না বললেই নয়, সেই তালিকাতে আছে অভয়ার বিয়ে, হাত বাড়ালেই বন্ধু, দুই ভাই, নিশিপদ্ম, ভ্রান্তিবিলাস, কলঙ্কিত নায়ক, ধন্যি মেয়ে, মৌচাক, মরুতীর্থ হিংলাজ, মঞ্জুরী অপেরা, প্রতিশোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে ধন্যি মেয়ে বা মৌচাক এই দুটি ছবিতে হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে সাবিত্রী চ্যাটার্জির সঙ্গে তার জুটি এক বাক্যে সকলে প্রশংসা করেছে। উত্তম কুমার শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গেও অভিনয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি তৈরি করেছেন। সত্যজিৎ রায় এর পরিচালনায় নায়ক ছবির অসামান্য অভিনয়ের কথা শ্রোতারা নিশ্চয়ই ভুলতে পারেন না কিংবা যদি আনন্দ আশ্রম, অমানুষ, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ইত্যাদি ছবির কথা আমরা বলি তাহলে উত্তম শর্মিলা জুটির এই অনবদ্য অভিনয়ের কথা মানুষ কিছুতেই ভুলতে পারেন না। বলিউডের আরেক বিখ্যাত অভিনেত্রী মালা সিনহার সঙ্গে উত্তম কুমারের অভিনয়ও দাগ কেটেছে দর্শক মনে। এই প্রসঙ্গে পৃথিবী আমারে চায়, শহরের ইতিকথা এইসব ছবির কথা না উল্লেখ করলে উত্তম কুমারের অভিনয় দক্ষতার বিষয়ে অনেক কিছুই চাপা পড়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটা জরুরী কথা হলো উত্তম কুমার ২০৩টি বাংলা ছবিতে এবং আটটি হিন্দি অর্থাৎ মোট ২১১টি ছবিতে অভিনয় দেখিয়ে মানুষকে মাতোয়ারা করেছেন। হিন্দি ছবিগুলির নাম হল- ছোটিসি মুলাকাত, অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, নিশান, কিতাব, দেশপ্রেমী, দুরিয়া ও প্লট নাম্বার ফাইভ।

তবে হ্যাঁ সফল অভিনয়ে উত্তমকুমারের জুরি মেলা ভার এ বিশেষ সন্দেহ রাখেনা। ১৯৫৫ সালে মহানায়ক উত্তম কুমার বেঙ্গল ফিল্ম জর্নালিস্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হৃদ ছবির জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। বি এফ জি এ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার হিসেবে ১৯৬১ সালে সপ্তপদী ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৬৬ সালে নায়ক ছবির জন্য তাকে আরো একবার পুরস্কৃত করা হয়েছিল। সালটা ছিল ১৯৬৭ চিড়িয়াখানা এবং অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ছবিতে উত্তম কুমার সেরা নায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ভরত পুরস্কার পেয়েছিলেন। হারানো সুর ছবিটিতে তিনি প্রযোজক ছিলেন আর ছবিটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত হয় এবং সার্টিফিকেট অফ মেরিট পায় এই ছবিটি। ১৯৭১ সালে এখানে পিঞ্জর, ১৯৭৪ সালে অমানুষ এবং ১৯৭৬ সালে বহ্নিশিখার জন্য তিনি সেরা অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তম কুমারকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছিল অমানুষ ছবিতে সেরা অভিনয়ের জন্য।

এই মহানায়কের মৃত্যুর দিন ২৪ শে জুলাই ১৯৮০ সাল। তখন তিনি একেবারে খ্যাতির মধ্য গগনে আর তার বয়স মাত্র ৫৩ বছর। ওগো বধূ সুন্দরী সিনেমার একটা শুটিং চলছে। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে ৫৩ বছর বয়সে বাংলা সিনেমা জগতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি অনন্ত লোকে বিদায় নিলেন। হয়তো সব মৃত্যুই অপূরণীয় কিছু ক্ষতি রেখে যায়, হাজার চেষ্টাতেও হয়তো সেই ক্ষতিপূরণ কোনদিন কোন ভাবে কোন কিছুর মাধ্যমে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবুও উত্তম কুমারের এই চলে যাওয়া যেন বাংলা সিনেমা জগত মেনে নিতেই পারেনা। অভিনয় গুণে আর কেউ বোধ হয় এভাবে পাগল করে দিতে পারেনি, যেটা মহানায়ক উত্তম কুমার পেরেছেন। তাই ছোট থেকে বড় প্রতিটি মানুষ উত্তম কুমারের অভিনয় দেখে একেবারে ষোল আনা তৃপ্তি লাভ করেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজেপির এসপি অফিস ঘেরাও অভিযানে রণক্ষেত্র কার্জনগেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ইতিমধ্যেই সন্দেশখালি নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপির নেতৃত্বরা সরাসরি দায়ী করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে এবং বিজেপির নেতৃত্বরা অভিযোগ করে সন্দেশখালি যাওয়ার পথে রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে হেনস্থা করা হয় পুলিশের দ্বারা। তারই প্রতিবাদে এবং সন্দেশখালি সহ সমগ্র পশ্চিমবাংলায় মা-বোনেদের সম্মান রক্ষার্থে, জঙ্গলরাজ ও দুর্নীতিরাজ খতম করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় বিজেপির পক্ষ থেকে এসপি অফিস ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেই মতো বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির পক্ষ থেকেও বর্ধমান টাউন হল থেকে মিছিল করে এসে এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা ও দুর্গাপুরের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই। টাউন হল থেকে মিছিল করে এসপি অফিস যাওয়ার সময় কার্জন গেট চত্বরে অবস্থিত নেতাজি মূর্তির পাদদেশে বিজেপির মিছিল আটকায় পুলিশ।

দু'টি ব্যারিকেট ভেঙে বিজেপির মিছিল এগোতে থাকে এসপি অফিসের দিকে এবং তারপরই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে জল কামান চালানো হয়। খানিকক্ষণের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা কার্জন গেট চত্বর।

বিজেপির মহিলা নেতৃত্বরা অভিযোগ করে বলেন, 'পুলিশ আমাদের গায়ে হাত দিয়েছে, আমাদের এই শান্তিপূর্ণ মিছিলে ইচ্ছাকৃত ভাবে পুলিশ আমাদেরকে হেনস্থা করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।' এদিনের মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধীর রঞ্জন সাউ, বিজেপি নেতা খোকন সেন, যুব মোর্চার নেতা পিন্টু সাম সহ অসংখ্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া যুবতীর দেহ মিলল ভুট্টার খেতে, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে রাতভর নিখোঁজ থাকার পর সাত সকালে ভুট্টার খেত থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় এক যুবতীর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়ালো। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার হামিদপুর এলাকায়। মৃত ওই যুবতীর বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে হামিদপুর এলাকার ভুট্টার খেতের মধ্যে এই দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে ধর্ষণ করার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। যদিও মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। ধর্ষণ করে খুনের বিষয়টি নিয়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে মালদায় পঞ্চম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীর খুনের জের কাটতে না কাটতেই ফের বিবস্ত্র অবস্থায় যুবতীর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জল্পনা মণ্ডল (২৫)। তার বাড়ি মোথাবাড়ি থানার শ্রীপুর কলোনি এলাকায়। বুধবার সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল শ্রীপুর কলোনি এলাকায়। রাতেই এই পুজোকে ঘিরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। বুধবার সন্ধ্যায় জল্পনা মণ্ডল সবজি কাটার জন্য এক প্রতিবেশীর বাড়িতে হাঁসুয়া আনতে যায়। আর তারপর থেকেই রহস্যজনকভাবেই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই যুবতী।

পুলিশকে অভিযোগে মৃতের এক দাদা বিশ্বজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে আমরা বোনকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে রাতে একটা পংক্তিভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের সময় আমার বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা অনেক নাচানাচি করে। এরপর সবজি কাটার জন্য জল্পনা মণ্ডল হাঁসুয়া আনতে যায়। আর তারপরে নিখোঁজ হয়ে যায়। রাতভর খোঁজাখুঁজি করে বোনকে পায়নি। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়েই খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ভুট্টার খেতে বিবস্ত্র অবস্থায় বোনকে পড়ে থাকতে দেখি। ওর শরীরে বিভিন্ন অংশে আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। মনে করছি বোনকে ধর্ষণ করেই খুন করেছে দুষ্কৃতীরা।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, শ্রীপুর কলোনির মণ্ডল পরিবারের সঙ্গে কারোর কোনও শত্রুতা ছিল না। তবে ওই যুবতীর আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এই খুনের ঘটনার পিছনে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ জড়িত রয়েছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মোথাবাড়ি থানার আইসি কুণাল কান্তি দাস জানিয়েছেন, ধর্ষণ করে খুন কিনা এখনই বলা যাবে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

Manaksia Steels Limited

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC 138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১

সংশোধনী

গত ১৪.০২.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত **'৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ'** বিজ্ঞাপনে স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা কলমের বিবরণে **"কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)"** এর পরিবর্তে **"কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)"** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

বিজেপির এসপি অফিস ঘেরাও, ধুন্ধুমার বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সন্দেশখালি কাণ্ডে বিজেপির বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। এদিন বাঁকুড়ার তামলিবাঁধ ময়দানে জমায়েত করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা কলেজ রোড ধরে পুলিশ সুপারের দপ্তরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। আগে থেকেই পুলিশ ওই রাস্তায় একাধিক ব্যারিকেড তৈরি করে। মোতায়েন করা হয় স্ট্র্যাকো ফোর্স, র‍্যাফ সহ রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের।

পুলিশ সুপারের দপ্তরের অনেক আগেই মিছিলের পথ আটকায় পুলিশ। মিছিল পুলিশের প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় ব্যারিকেডও ভেঙে ফেলেন মিছিলের বিজেপি কর্মীরা। তৃতীয় ব্যারিকেডের কাছে এসে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা গার্ড রেলের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন। এরপরই পুলিশ মিছিলের নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে। এই সময় মিছিলে অংশ নেওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তি বেধে যায়। প্রায় দশ মিনিট ধরে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলার পর বিজেপি কর্মীরা ওই ব্যারিকেডের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পুলিশের ধাক্কায় তাঁদের এক মহিলা কর্মী আহত হয়েছেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সরস্বতী পুজোতে বন্ধুদের সঙ্গে রণডিহা ড্যামে ঘুরতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নাবালকের, আহত আরও একজন। সরস্বতী পুজোর দিন বাইকে করে বন্ধুদের সঙ্গে রণডিহা ড্যামে ঘুরতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নাবালকের। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুখী থানার রাধামোহন পুর পঞ্চায়েতের রনডিহা ড্যামে। মৃত নাবালকের নাম জয় বিশ্বাস। বয়স আনুমানিক ১৫ বছর। বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, ওই নাবালক দুই বন্ধুকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালাচ্ছিল এবং তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হন জয় বিশ্বাস নামের ওই নাবালক। পাশাপাশি আরও এক বন্ধু এই ঘটনায় আহত হয়েছে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সোনামুখী থানার পুলিশ এবং পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ
করুন-9331059060
9831919791

আরামবাগে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের কর্মবিরতি তিনদিন পার, সমস্যায় প্রসূতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যজুড়ে বেতন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। মঙ্গলবার থেকে এই কর্মবিরতি চলছে। আরামবাগেও তার প্রভাব পড়েছে। প্রসূতি মা সদ্যোজাত শিশুদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরিষেবা না মেলায় পরিবারের সদস্যরা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। সংগঠনের সদস্যদের দাবি রেফার পরিষেবা চালু রাখ হয়েছে। এই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবায় গর্ভবতী মহিলাদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, প্রসূতি মা ও সদ্যোজাত শিশুদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীন আরামবাগ মহকুমায় ১৪ টি অ্যাম্বুল্যান্স চলে। সংস্থার অধীনে চুক্তিভিত্তিক ২০ জন চালক আছেন। চালকদের অভিযোগ, সংস্থার তরফে কর্মীদের যথাসময়ে বেতন দেওয়া হয় না। গত দুইবছর ধরে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়নি। কর্মসংস্থান খালি থাকা স্বত্ত্বেও এক জেলার চালকদের অন্য জেলায় কাজ করতে পাঠানো হয়। এছাড়াও অ্যাম্বুল্যান্সগুলো ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ গাড়ির হুটার খারাপ, স্ট্রেচার ভাঙা, অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই। এই পরিস্থিতিতেও গর্ভবতী ও প্রসূতী মা সদ্যোজাতদের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। চালক সঞ্জীব লাহা বলেন, আরামাগে যে অ্যাম্বুল্যান্সগুলো আছে সেগুলো ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। কোনও অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই। গাড়ির যন্ত্রাংশ মাঝেমধ্যেই খারাপ হয়ে যায়। ঝুঁকি নিয়ে গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও বাচ্চাদের নিয়ে যেতে হয়। সংস্থার আধিকারিকদের বলেও কিছু হয়নি। অমিত মণ্ডল বলেন, বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি ডাক দেওয়া হয়েছে। এই পরিষেবা দিতে গিয়ে আমাদের নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমারা চাই সংস্থার আধিকারিকরা আমাদের সঙ্গে এসে কথা বলুক। আরামবাগের এক প্রসূতি মহিলা বলেন, আমার মেয়ের বাচ্চাকে নিয়ে বাড়ি যাবার জন্য ১০২ ফোন করেছিলাম। ওরা বলছে লাইনে গাড়ি নেই। বাধ্য হয়ে গাড়ি ভাড়া করে যেতে হচ্ছে। তবে এখনও পযন্ত কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সবমিলিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা বন্ধ থাকা সমস্যায় পড়েছে প্রসূতি মহিলারা।

চিরায়ত রীতিতে আজও তত্ত্ব আদান-প্রদানে প্রেমের উদযাপন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বসন্ত এসে গেছে...।

ফুল ফুটুক না ফুটুক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে রঙিন বসন্ত। বৃহস্পতিবার যেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হল ভ্যালেন্টাইন ডে।

সত্তরের দশকে বর্ধমানের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে চালু হয়েছিল তত্ত্ব দেওয়ার রীতি। প্রথা মেনে সরস্বতী পুজোর পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক পড়ুয়ারা তত্ত্বের ডালি সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করতেন। সেই প্রথা চলে আসছে বছরের পর বছর। এবারও অন্যথা হয়নি সেই নিয়মের। সেই প্রথা মেনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছরও সরস্বতী পুজোর পরের দিন তত্ত্বের ডালি আদান প্রদান করলেন আবাসিকরা। এই তত্ত্বের ডালি আদান-প্রদানের মাধ্যমে চলে বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন গড়ে তোলা। অনেকেই এদিন নিজের পছন্দের মানুষকে জানিয়ে দেন মনের কথা।

সকাল থেকেই গার্গী, নিবেদিতা, সরোজিনী, মিরাবাঈয়ের আবাসিক ছাত্রীরা বিয়ের মতো গায়ে হলুদের সাজে তত্ত্বের ডালা সাজিয়ে রঙ বেরঙের শাড়ি পরে হাজির হয়েছিলেন অরবিন্দ, নেতাজি,

চিত্তরঞ্জন, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্র ছাত্রাবাসে। একই ভাবে ছেলেদের ছাত্রাবাস থেকে উপহারের ডালি সাজিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ছাত্ররা আসেন ছাত্রীদের আবাসনে।

বিয়ের মতো সাজানো তত্ত্বের ডালিতে থাকে নানা উপহার। নতুন জামাকাপড় থেকে কসমেটিক্স, চকলেট, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ও সন্দেশ, সব কিছুই হাজির থাকে এই উপহারের ডালিতে।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে শ্রী সুরেশকুমার বিশ্বনাথ আগরওয়াল এবং শ্রী অনিকেত সুরেশ কুমার আগরওয়াল (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে পরিচালক হিসাবে পরিচিত) ফেমিনা মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের বর্তমান পরিচালকগণ (পরবর্তীতে কোম্পানি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) এর সাথে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং B.05.06456 তারিখ ১৮.০৮.২০০৪ এর মাধ্যমে রেজিস্টার্ড অফিস ৭ তারা চাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৫ম তল, রুম নং ৪ই, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ - শুধুমাত্র ডিরেক্টরশিপ পরিবর্তনের মাধ্যমে একজন নতুন ডিরেক্টরকে পেশাদার হিসেবে নিয়োগ করতে চায়।

আরও, শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মাকে কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে (পরবর্তীতে "প্রস্তাবিত পরিচালক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

কোম্পানির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে যে কোনো ব্যক্তি(গণ) পাওনাদার (গণ) বা আমানতকারী (গণ) সহ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং বিভাগের আঞ্চলিক অফিস নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা লিখতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে।

উপরের নোটিশটি আরবিআই সার্কুলার ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ৯ জুলাই, ২০১৫ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রবিধান অনুসারে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী সুরেশকুমার বিশ্বনাথ আগরওয়াল এবং শ্রী অনিকেত সুরেশ কুমার আগরওয়াল (বর্তমান পরিচালক),বর্তমান শেয়ারহোল্ডার এবং কোম্পানির প্রস্তাবিত পরিচালকদের পক্ষে যৌথভাবে জারি করা হয়েছে।

ফেমিনা মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অনিকেত সুরেশ কুমার আগরওয়াল
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০২.২০২৪
DIN : 00221186

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং: ৩৬৯৩০৫৬১৪২৮ (এইচবিএল), ৩৮০১৪৪১৮৯১০ (এইচবিএল টপআপ) এবং ৩৬৯৩০৫৫৯৭১৪ (সুরক্ষা)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৯.১১.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মিস সুনিতা কাঁথ, পিতা- শ্রী রতন লাল কাঁথ, এবং শ্রীমতী শশী দেবী কাঁথ, স্বামী- শ্রী রতন লাল কাঁথ বাসস্থান-ফ্ল্যাট নং -২সি, ২য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৬০, বাজে শিবপুর রোড, পোস্ট ও থানা- শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০২)** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৪৩,৪২,৫৭৫.০০/- টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র) ০৯.১১.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি হাল নাগাদ অর্জিত সুদ** পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও প্রকার লেনদেনে, **৪৩,৪২,৫৭৫.০০/- টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর টাকা মাত্র) ০৯.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ, ইত্যাদি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

সম্পত্তির বিবরণ

মোকোরারি মৌরাশি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় কমবেশি ১০ (দশ) কাঠা, ০৪ (চার) ছটাক ৩ (তিন) বর্গফুট যার মৌজা- শিবপুর, আর এস খতিয়ান নং ৬১ এর অধীনে, হাওড়া পৌরসভার শীট নং ৬৬, সেইসঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নবনির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আবাসিক ভবন সহ এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ৬০, বাজে শিবপুর রোড, থানা- শিবপুর, জেলা- হাওড়া-৭১১১০২, ওয়ার্ডের নং ৩৪ এর মধ্যে, জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস হাওড়া, নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: **উত্তরে**- বাজে শিবপুর রোড দ্বারা; **দক্ষিণে**- প্রেমিসেস নং ৬১/২, বাজে শিবপুর রোড; **পূর্বে** - কমন প্যাসেজ এবং হোল্ডিং নং ৬৫/১/১, বাজে শিবপুর রোড দ্বারা; **পশ্চিমে**- প্রেমিসেস নং ৬০/৭, বাজে শিবপুর রোড।

ফ্ল্যাটের বর্ণনা

দ্বিতীয় ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২সি, যার পরিমাপ কমবেশি ১০৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এলাকা) টাইলস মেঝে সহ, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে ৬০ নং প্রিমিসেস, বাজে শিবপুর রোড, থানা- শিবপুর, ওয়ার্ড নং ৩৪, জেলা- হাওড়া-৭১১১০২ সম্পত্তিটি মিস সুনিতা কাঁথ, এবং মিসেস শশী দেবী কাঁথ এর নামে আছে, ২০১৭ সালের ডিড নং ১৯০১০৫৯৫৬, বুক-১-, ভলিউম নং ১৯০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৯৮৪৪৭ থেকে ১৯৮৪৭৮ পর্যন্ত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার এআরএ-১ কলকাতার অ্যাসুরেন্স অফিস এ নিবন্ধিত।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ১২.০২.২০২৪, স্থান: হাওড়া — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : mukesh.sinha@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **০৬.০৩.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা ০১.১১.২০০৭** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স গাঙ্গুলি ইলেকট্রনিকস, ঠিকানা** - ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৪১, **শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০, **শ্রীমতি চন্দ্রা গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪ বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০ কাছ থেকে।সংরক্ষিত মূল্য : **২১,২১,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা : **২,১২,১০০.০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৫ ছটাক, অবস্থিত সুকান্ত পল্লি, মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, থানা : হরিদেবপুর, খতিয়না নং ৬২০, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯ (অংশ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা : দক্ষিন ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮২০-১৯৯৬ সালের শ্রী তিমির গাঙ্গুলির নামে সমুদয় সম্পত্তি **(সম্পত্তির আইডি : SBIN770661315272)**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৮.০২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৩৭৫

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **০৬.০৩.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৩,৪০,৪৫,২০৬.০০ টাকা ০৯.০৪.২০১৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ইনডেক্স সাপ্লায়ার্স প্রা. লি. এবং মেসার্স স্নোফল ব্যাপার প্রা. লি. ঠিকনা** - ১২, জেমস হিকি সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৬৯, মেসার্স হেরিটেজ ডিলকম প্রা. লি. এবং মেসার্স সুপারসোনিক ব্যাপার প্রা. লি. ঠিকানা - কাবেরি হাউস, ১৩২/১, এম জি রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০৭, **শ্রী দেবেন্দ্র কুমার সিংঘানিয়া,** ১, সরকার বাই লেন, কলকাতা - ৭০০০০৭ **শ্রী সজ্জন কুমার সোনথালিয়া,** ৬৬/২, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬ কাছ থেকে।সংরক্ষিত মূল্য : **৫২,০০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা : **৫,২০,০০০.০০ টাকা,** ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
৩টি ফ্ল্যাট (একটি ফ্ল্যাট ২য়তলে (১০৩৪ বর্গফুট এসবিইউ আনুমানেক), ৩য় তলে (৯০৯ বর্গফুট এসবিইউ অনুমানিক), ৪র্থ তলে (৯৮০ বর্গফুট এসবিইউ আনুমানিক) অবস্থিত ৩/২বি ,গুপ্ত লেন, , থানা : গিরিশ পার্ক, কলকাতা : ৭০০০০৬, মেসার্স স্নোফল ব্যাপার প্রা লি (২য়তল), মেসার্স হেরিটেজ ডিলকন প্রা লি (৩য়তল), মেসার্স সুপারসনিক ব্যাপার প্রা লি (৪র্থতল) এর নামে এবং সকলের একই প্রবেশ পথ সমন্বিত। **(সংশ্লিষ্ট তিনটি ফ্ল্যাট একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে।)** (সম্পত্তি আইডি : **SBIN77347999108**)

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৮.০২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৩৭৫

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ১৬.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড
CIN NO: L74140WB1990PLC050229
রেজিস্টার্ড অফিস: আলিপুর হাইট, ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, কলকাতা-৭০০০২৭, ভারত
ইমেল : finance@munnamaharaj.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,১৭১,৯০৯	৭৮৩,৩৭৮	২,৬১২,৯৫৬	৯৮২,১৭৪	২,১১৭,২৯৮
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৮২২,৯৯৫)	১৩৬,০৭৮	(২,০৮৮,২৫১)	৮,৬১৩	(৫১৭,৬৭৮)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৮২২,৯৯৫)	১৩৬,০৭৮	(২,০৮৮,২৫১)	৮,৬১৩	(৫১৭,৬৭৮)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(৮২২,৯৯৫)	১৩৬,০৭৮	(২,০৮৮,২৫১)	৮,৬১৩	(৫১৩,২৬৪)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	(৮২২,৯৯৫)	১৩৬,০৭৮	(২,০৮৮,২৫১)	৮,৬১৩	(৫১৩,২৬৪)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকার)	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.৩)	০.০	(০.৭)	০.০	(০.২)
চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে মূল (টা.)	(০.৩)	০.০	(০.৭)	০.০	(০.২)
মিশ্রিত (টা.)	(০.৩)	০.০	(০.৭)	০.০	(০.২)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনার পর ১৪/০২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. কোম্পানির নিরীক্ষকরা এসইবিআই (এলওডিআর) এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৩. সংস্থাটি কেবল একটি বিভাগে কাজ করছে কারণ এটির মূল ব্যবসা হ'ল বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন কার্যক্রম।
৪. উপরোক্ত সময়কালের জন্য রিপোর্ট করার জন্য কোম্পানির কাছে কোনও ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ আইটেম নেই।
৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সংশোধিত তফসিল III অনুসারে সেবি দ্বারা সংশোধিত ফর্ম্যাট অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় সাজানো / পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।
৬. অ্যাকাউন্টগুলি আগের বছরগুলিতে অনুসরণ করা একই অ্যাকাউন্টিং নীতি এবং মান ("ইন্ড এএস") ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
দীপক কুমার সিং
ডিরেক্টর
DIN: 00506236
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫.০২.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** বাসুদেব কুন্ডু এবং ঝর্ণা কুন্ডু **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী বাসুদেব কুন্ডু পিতা হরেন্দ্র নাথ কুন্ডু, গ্রাম : বৃন্দাবনপুর, পো এবং থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, ৭১২৬০১, পব, । শ্রীমতি ঝর্ণা কুন্ডু, স্বামী শ্রী বাসুদেব কুন্ডু, গ্রাম : বৃন্দাবনপুর, পো এবং থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, ৭১২৬০১, পব। **শাখা :** আরামবাগ।	০৬.১১.২০২৩ এবং ১৩.০২.২০২৪	**২৭২৮৫৩ টাকা** (দুই লাখ বাহাত্তর হাজার আটশ তিপান্ন টাকা) টাকা ০৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০৭.১১.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০.০৩৫ একর বা মোট জমির পরিমাণ ১৫২৫ বর্গফুট কমবেশি , শ্রেণি : বাস্তু, অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৩৭, আর এস খতিয়ান নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৬০২,আরএস প্লট নং২১৬, এলআর প্লট নং ৪৫২, ওয়ার্ড নং ৩, আরামবাগ পুরসভা, থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি, দলিল নং ৪৩১১-২০১০, বুক নং ১, ভলুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৪০১ থেকে ৪১১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আরামবাগ, হুগলি ঝর্ণা কুন্ডুর নামে। সম্পত্তির **চৌহদ্দি : উত্তরে :** গৌর দাস এবং নিতাই দাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** অমলেন্দু নন্দীর সম্পত্তি এবং প্লট নং আরএস ১২০৮, **পূর্বে :** জয়ন্তী মুখার্জির সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** পুর সড়ক।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** অনিতা কোলে, **ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি অনিতা কোলে, পিতা গোপাল কোলে, বিবেকান্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪১০। **জামিনদাতা :** শ্রী নয়ন কোলে, পিতা গোপাল কোলে, বিবেকান্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪১০। **শাখা :** তারকেশ্বর।	১৪.১১.২০২৩ এবং ১৩.০২.২০২৪	**৮১৮৩২৭ টাকা** (আট লাখ আঠার হাজার তিনশ সাতাশ টাকা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১৫.১১.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : ভাটা,জেএল নং ২১, আরএস দাগ নং ৭২৭, এলআর দাগ নং ৮১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৫, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৩৯, বিভাজন পরবর্তী এলআর খতিয়ান নং ১৬৫২, অবস্থিত তারকেশ্বর পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : তারকেশ্বর,জেলা : হুগলি, দলিল নং ১১৫৪-১৯৯১ তারিখ ১১.০৩.১৯৯১ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল উল্লেখ্য বুক নং ১, ভলুম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৫৩ থেকে ২৫৬, অনিতা কোলের নামে সমুদয় সম্পত্তি।
৩.	**অ্যাকাউন্ট :** মেসার্স স্টার অটো স্পেয়ার্স, **ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স স্টার অটো স্পেয়ার্স, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কামালউদ্দিন আহমেদ, পিতা শ্রী সামসুদ্দিন আহমেদ, হোসেনাবাদ, পো : মগরা, চন্দননগর, থানা : পোলবা, জেলা : হুগলি, ৭১২১৪৮, পব। **শাখা :** চুঁচুড়া পিপুলপাতি।	২০.০৪.২০২৩ এবং ১২.০২.২০২৪	**১০১৬৭৩০ টাকা** (দশ লাখ ষোলো হাজার সাতশ তিরিশ টাকা) টাকা ২০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং ২১.০৪.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা হোসেনাবাদ, জেএল নং ১৪৮, আরএস খতিয়ান নং ১০১/১, হাল খতিয়ান নং ৩৪৮, আরএস দাগ নং ৫৭৪, এলআর দাগ নং ৬৪২, রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা : পোলবা,জেলা হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআরও হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ১২৮০-১৯৮৮, বুক নং ১, ভলুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১৬৩ থেকে ১৬৮ এবং ৭১০৮-১৯৯৩, বুক নং ১, ভলুম নং ৮৬, পৃষ্ঠা ১৪৩ থেকে ১৪৬, কামালউদ্দিন আহমেদের নামে সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ১৬.০২.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মাটি চাপা পড়ে শিশুদের মৃত্যুর তদন্তে চোপড়ায় পৌঁছল বিশেষ প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের চেতনাগছ সীমান্তে ড্রেন খনন করার সময় মাটিচাপা পড়ে ৪ টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করতে স্টেট কমিশন অফ প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসয়ের ৫ সদস্যর এক প্রতিনিধিদল বুধবার চোপড়ায় পৌঁছল। বুধবার রাতে মৃত এক শিশুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে তারা বিএসএফের সাথে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। এদিন সকালে ওই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মৃত শিশুদের পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জনের এক প্রতিনিধিদল এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে দেখা করে। বিএসএফের পক্ষ থেকে এরপর এই ধরনের কাজে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হবে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার চেতনাগছ গ্রামে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ছোট নিকাশী নালা ছিল। সেই নিকাশীনালা আকারে বড় করার জন্য জেসিবি দিয়ে নালা তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময় এলাকার বেশ কিছু শিশু সেই কাজ দেখতে গিয়েছিল। আচমকা সেই গভীর নালার মাটি ধসে যায়। মাটির তলায় চাপা পড়ে স্থানীয় ৪ শিশু। স্থানীয় মানুষ ও বিএসএফ জওয়ানেরা তাদের উদ্ধার করে চোপড়া দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিশুদের নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ময়নাতদন্তের পর এদিন ভোরে তাদের মাটি দেওয়ার কাজ শেষ হয়। শাসকদলের পক্ষ থেকে ঘটনার পরপরই এই ব্যাপারে বিএসএফের গাফিলতিকে দায়ী করা হয়।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চোপড়ার দাসপাড়া এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালনের বৃহস্পতিবার ছিল তৃতীয় দিন। কর্মসূচিতে উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক হামিদুর রহমান জানিয়েছেন, বিএসএফের পক্ষ থেকে মৃত শিশুর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন জারি রাখা হবে।

স্টেট কমিশন অফ প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসয়ের পক্ষ থেকে চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানিয়েছেন, এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি ঘটনাস্থল ঘুরে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি, পুরো ঘটনার জন্য বিএসএফের গাফিলতি রয়েছে। বুধবার রাতে বিএসএফের সঙ্গে আলোচনায় তারা এই কথা স্বীকার করে নিয়েছে। বিএসএফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এরপর থেকে এই ধরনের কাজে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। এই ধরনের কাজের আগে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে মাইকিং করতে হবে। যাতে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির শিশুদের প্রতি নজর রাখতে পারে। কাজ চলার সময় তার কাছাকাছি যাতে কেউ না যেতে পারে, সেইজন্য পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের পক্ষ থেকে বিএসএফকে এই প্রস্তাবগুলি পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনায় তাদের গাফিলতির জন্য কমিশন তাদের শোকজ লেটার পাঠাবে। লায়লা বানু নামে এলাকার তৃতীয় শ্রেণির একটি ছাত্রী প্রথম ঘটনাটি খেয়াল করে। সে তার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় তার ভাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দৌড়ে গ্রামে খবর দেয়। তার এই সাহসিকতার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আরামবাগে ছাত্রদের টেক্কা দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কামাল করতে চলেছে কন্যাশ্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আজ থেকে শুরু হয়ে গেল ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এ বছরও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সারা রাজ্যের মতো আরামবাগ মহকুমাতেও এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিশেষ নজর কাড়ছে। ছাত্রদের টেক্কা দিয়ে এবারও পরীক্ষা কামাল করতে চলেছে রাজ্যের কন্যাশ্রী'রা। শুক্রবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। তাই প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে সকাল ৮.৩০ মিনিটে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। এক প্রকার নির্বিঘ্নেই যাতে পরীক্ষা হয় সেই বিষয়ে তৎপর আরামবাগ মহকুমায় প্রশাসন। শিক্ষাদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার মহকুমায় ১০,২২৬ জন পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। তার মধ্যে ছাত্রর সংখ্যা ৩৯৪৭ জন, ছাত্রী রয়েছে ৬১৩০, সিসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১৯ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৯৮ জন। পাশাপাশি স্পেশ্যাল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১৩ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৯ জন। আরামবাগ মহকুমায় মোট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ১০,২২৬ জন। আরামবাগ মহকুমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক বলেন, এদিন সকাল ৯. ৪৫ মিনিট থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য ১৫ মিনিট সময় পাবেন। ১০ টা থেকে শুরু হবে উত্তর লেখার। পরীক্ষা চলবে বেলা ১ টা পর্যন্ত। এবার মোট ২৫ টি স্কুলে পরীক্ষা হবে।

১৮ টি মেন ভেনু ও ৭টি সাবমেনু। প্রশ্ন পত্রের জন্য পুলিশের নিয়ন্ত্রণে ৩টি এবং আরামবাগ ট্রেজারিতে ১ টি কেন্দ্র করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের পক্ষ থেকেও পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। যানজট এড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, স্কুলের প্রধান গেটে, স্ট্রং রুমে ও করিডরে রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা কোনও জিনিসপত্র নিয়ে এমনকী ব্যাগ নিয়েও স্কুলের পরীক্ষা হলে ঢুকতে পারবেন না। পরীক্ষার প্রথমদিন থেকেই অভিভাবকরা স্কুলে প্রবেশ করতে পারবেন না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দুর্গা প্রসাদ সরকার বলেন,পরীক্ষা সুষ্ঠ ও স্বচ্ছভাবে করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্য স্থানীয় প্রধানদেরও বলা হয়েছে। আমাদের প্রশাসন সজাগ রয়েছে। কোনও অসুবিধা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই বলেন, সব ব্লকে পরীক্ষার জন্য কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। আরামবাগ মহকুমা অফিসের কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই বিষয়ে প্রশাসন সজাগ আছে।

কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফ ভাঙায় কাটোয়া-ব্যান্ডেল শাখায় বিঘ্ন, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় সকাল থেকে অনিয়মিত কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখায় ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল। আপ লাইনেও অনিয়মিত ট্রেন। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ডাউন কাটোয়া-হাওড়া ও কাটোয়া-ব্যান্ডেল লোকাল। ফের দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের।

কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় সকাল থেকে অনিয়মিত কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখায় ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল। আপ লাইনেও অনিয়মিত ট্রেন। ৩৭৯১২ ডাউন হাওড়া লোকাল ৫.১৪ মিনিটে জিরাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা হলেও ৮.০০ টার পরেও তা ছাড়েনি। এরপর থেকে ৩ জোড়া ট্রেন পরপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্টেশনে। জিরাটের স্টেশন মাস্টার জানান, ডাউন লাইন বন্ধ থাকার জন্য বৃহস্পতিবার সকালের দিকে কিছু এক্সপ্রেস ট্রেন আপ লাইন দিয়ে চালানো হয়েছে। ভোররাতে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে পড়ায় এই বিপত্তি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

ডাউন লাইনে ট্রেন বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। তাঁরা অপেক্ষা করছেন, কখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে। সকালের ট্রেনে কাটোয়া থেকে শেওড়াফুলি হাটে সবজি নিয়ে যান চাষিরা। কিন্তু, ট্রেনের সমস্যার কারণে তাঁরা যেতে পারেননি। এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, কুন্তিঘাটে প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। তা সারানোর কাজ চলছে।

জানা গিয়েছে, কুন্তিঘাটে রেলের প্যান্টোগ্রাফটি ছিঁড়ে যায়। এরফলেই বিপত্তির সূত্রপাত। কাটোয়া ব্যান্ডেল শাখাতে ট্রেন চলাচল অনিয়মিত হয়ে পড়ে। আপ লাইনেও দেখা যায় সমস্যা। একের পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় যাত্রীদের। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য চরম তৎপরতার সঙ্গে করা হয় কাজ। ট্রেনের এই সমস্যার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের।

এক নিত্যযাত্রী বলেন, 'প্রতিদিন ভেন্ডারে করে কাটোয়া থেকে শেওড়াফুলির হাটে যাই। কিন্তু, আজকের সমস্যার জন্য তা হয়নি। এভাবে ভোগান্তিতে পড়তে হবে ভাবিনি। একটা গোটা দিনের আয় নষ্ট হল।' অন্যদিকে, অপর এক নিত্যযাত্রী বলেন, 'আজ অফিসে যাওয়ার তাড়াহুড়ো ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেন নিত্যদিনের মতো আমাদের ভরসার অন্যতম জায়গা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই বিভ্রাটে বিস্তর ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। দ্রুত রেলের তরফে এই সমস্যার সমাধানের জন্য পদক্ষেপ করা হোক, এই দাবি জানাচ্ছি।' রেল সূত্রে খবর, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও সমস্যার মধ্যে না পড়তে হয় সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

সারি ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে বীরভূম জেলা পরিষদ সংলগ্ন আম্বেদকর উদ্যানে বৃহস্পতিবার অবস্থান বিক্ষোভ বীরভূম জেলা দিশম আদিবাসী গাওতার।

ছাত্রদের হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে সিউড়ি বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনের সরস্বতী পুজোর থিম ভারতীয় সংস্কৃতি।

দেওয়ালে পদ্ম এঁকে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রচার শুরু করলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা। ভোটযুদ্ধের আগে দেওয়াল লিখনে রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরকে টেক্কা দিতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দেওয়াল-যুদ্ধে শাসকের থেকে পিছিয়ে নেই বিজেপিও।

মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে ফের বিজেপির প্রার্থী হতে পারেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুরের সাংসদ হলেও এগরা বিধানসভা এলাকাটি তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। তাই বৃহস্পতিবার দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে শুভেন্দুর জেলায় লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করলেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ ব্লকের জুমকি গ্রাম পঞ্চায়েতের চাউলদা গ্রামে নিজের হাতেই দেওয়ালে পদ্ম ফুল আঁকলেন। এছাড়াও দিনভর এগরা ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন এবং গৃহ সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচিতেও অংশ নেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ কি ফের মেদিনীপুরের লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হবে? সে নিয়ে অবশ্য সরাসরি কিছু বলেননি দিলীপ ঘোষ। দেওয়ালে শুধু পদ্ম ফুলের প্রতীকই এঁকেছেন তিনি। দেওয়াল লিখন প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিজেপি সব জায়গায় এগিয়ে আছে, সবার আগে আছে, আগামী দিনে আমরাই সব জায়গায় জিতব।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাংলাতেই সবথেকে বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, 'বাংলায় সব চেয়ে বেশি হিংসা হয়। সারা ভারতবর্ষের কোথাও এত হিংসা হয় না, শুধু বাংলায় হয়। মৃত্যু হয়, রাস্তা অবরোধ হয়, তাই বাংলায় নির্বাচনে আরও বেশি বাহিনী লাগবে যাতে লোকজন নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারে।'

খবরের কাগজ দিয়ে প্রতিমা-মণ্ডপ তৈরিতে নজর কাড়ল বাজেশালেপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: খবরের কাগজ দিয়ে প্রতিমা থেকে মণ্ডপ তৈরি করে নজর কাড়ল বর্ধমান-২ ব্লকের বড়শুল বাজেশালেপুর পরিমল স্মৃতি সংঘের সরস্বতী পুজো। ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই সংঘের সরস্বতী পুজো। এবছর তাদের থিম ভৌতিক পরিবেশে প্রতিমা দর্শন এবং মণ্ডপের ভেতরে মূল প্রতিমা প্রায় পাঁচ কেজি খবরে কাগজ দিয়ে প্রায় সাড়ে চার ফুট উচ্চতার। এখানে দেবী চতুর্ভুজা, অঙ্গের সাজ থেকে প্রতিটি অংশ খবরে কাগজের টুকরো দিয়ে বানানো। মণ্ডপে ঢুকতেই দর্শনার্থীরা প্রথমে দেখতে পাবেন ভৌতিক পরিবেশ, কিছুটা এগোতেই মণ্ডপের চার সাইডে খবরে কাগজের কাজ। শিল্পীর এই কাজে খুশি উদ্যোক্তারা থেকে শুরু করে দর্শনার্থীরা।

শিল্পী সায়ন্তন মজুমদার বলেন, 'আমি এই ক্লাবেরই সদস্য, মাটির মূর্তি তৈরি করতাম। কিন্তু পুজোর পর তা বিসর্জন দেওয়া হয়। বর্তমানে প্লাস্টিক থার্মোকল, রাসায়নিকের ব্যবহার ছড়াচ্ছে দূষণ। তাই ভাবলাম অল্প খরচে পরিবেশ বান্ধব মূর্তি তৈরি করব। বেছে নিলাম এই খবরের কাগজ। আমার এই মূর্তি তৈরি করতে দু'মাস সময় লেগেছে।'

ক্লাবের সভাপতি ধনঞ্জয় সরকার বলেন, 'সায়ন্তন ছোট থেকেই মূর্তি তৈরি করতেন। কাগজের মূর্তি তৈরির ভাবনার কথা সংঘকে জানাতেই আমরা উৎসাহ দিই। এরপর নিজের হাতেই এই মণ্ডপ তৈরি করেছেন, খবরের কাগজে উপকরণ ব্যবহার করে। যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।'

অন্যের সঙ্গে স্ত্রীর পালানোর দাবিতে আত্মঘাতী স্বামী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পরপুরুষের হাত ধরে স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার দাবি। আর তার শোকে স্বামী আত্মহত্যা করার অভিযোগ। এমনই ঘটনা ঘটেছে বর্ধমানের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভাতছালা এলাকায়। পরিবারের দাবি, সরস্বতী পুজোর দিনে স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যান স্ত্রী আশা মালিক। স্ত্রী চলে যাওয়ায় শোকে আত্মহত্যা করলেন পেশায় ভ্যান চালক মণ্টু মালিক। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সরস্বতী পুজোর দিনেই অনেক চেষ্টা করে স্ত্রীর কোনও খোঁজ না পেয়ে অবশেষে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন স্বামী মণ্টু মালিক। বৃহস্পতিবার সকালে অনেক ডাকাডাকির পর সারা না পেয়ে দরজা ভেঙে তাঁকে পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এলাকাবাসীর দাবি, মণ্টু বউ পাগল ছিলেন এবং বউ ছাড়া থাকতে পারতেন না। মন্টুবাবু তার স্ত্রীকে এতটাই ভালোবাসতেন যে তাঁর হাতে স্ত্রীর নাম লিখে রেখেছিলেন। কাজের থেকে বাড়ি ফিরে তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে দেখতে না পেলে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। যদিও মণ্টুবাবু আগে থেকেই জানতেন স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছেন। স্ত্রীকে বারবার বোঝানো সত্ত্বেও তিনি কোনও কথা শোনেননি। এমনকি পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বাড়ির আত্মীয়স্বজনরাও তাঁর স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কারও কথা না শুনে সরস্বতী পুজোর দিন অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী পালিয়ে যান। আর সেই শোকে নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করেন স্বামী।

তাঁদের দু'টি কন্যাসন্তান রয়েছে। যার মধ্যে একটি কন্যা বিবাহিতা। মণ্টু মালিক পেশায় ভ্যানচালক। কষ্ট করে সংসার চালাতেন এবং একটি মেয়েকে বিয়েও দিয়েছিলেন। মণ্টু মালিকের মৃত্যুতে পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে মহিলাকে টেনে গাড়িতে তোলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলার অভিযোগ। দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় দোকানি, বাসিন্দারা। দাবি, মহিলা চিৎকার করে বলতে থাকেন তাঁকে পুলিশ জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে। মহিলার অভিযোগ শুনে ক্ষেপে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশের ওপরেই চড়াও হন। পুলিশের ওপরেও হামলা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হুগলির হরিপালের মালিয়া। পুলিশের জিপও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে বলে অভিযোগ। পুলিশ শেষমেশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে জিপ উদ্ধার করে। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন পুলিশকর্মী। চার জনকে আটক করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মালিয়ার বাসিন্দা অসীমা বাগ। তিনি সকালে বস্তায় ফুলকপি নিয়ে স্টেশনে যাচ্ছিলেন ট্রেন ধরতে। তারপর হঠাৎই এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই মহিলা রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলেন। পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করতে থাকেন। যদিও পুলিশের দাবি, ওই মহিলা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁকে হাত ধরে তুলছিলেন পুলিশকর্মীরা। এখানে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টার কোনও ঘটনাই ঘটেনি। মহিলার চেঁচামেচিতে অনেকেই জড়ো হন। মহিলার অভিযোগ শুনে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হরিপাল থানার বিশাল বাহিনী।

পুলিশ লেখা গাড়ি আটকে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা। চরম উত্তেজনা মোকাবিলা করতে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়াও করে। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন জানিয়েছেন, 'চুরির ঘটনায় একজনকে আটক করা হচ্ছিল। সেই সময় গ্রামবাসীরা পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় এবং পুলিশকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে। তখনই পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে।'

বিডিওর কাছে ডেপুটেশন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় শিল্পতালুকের মধ্যে অবস্থিত একটি বেসরকারি মদের লিকুইড প্রস্তুতকারী কারখানা থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ানোর ফলে সমস্যায় পড়েছেন কাঁকসার মানুষ। যার জেরে অনেক শিশু অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে কাঁকসার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিজেপির এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ চন্দ্র চন্দ্র, বর্ধমান সদরের জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা, কাঁকসা অঞ্চলের বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার সহ অন্যান্যরা। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, কাঁকসা ছাড়াও আশপাশের গ্রামে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যার জেরে বেশ কিছু শিশু বমি করে ফেলছে। সন্ধ্যা হলে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সকলের। আদৌও ওই কারখানা কর্তৃপক্ষ সমস্ত নিয়মকানুন মানছে কিনা, সেই বিষয়ে দেখতে কাঁকসার বিডিওর কাছে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা দুর্গন্ধ বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছেন। কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে বিজেপির অভিযোগ স্বীকার করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রমনবাবু।

শ্রীরামপুর শ্রমজীবীতে চালু ডা. রণজিৎ ঘোষ স্মৃতি পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র

রূপম চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে পেশাগত রোগ একটি উপেক্ষিত বিষয়। অথচ পেশার কারণে শারীরিক কোনও ক্ষতি হলে আইনত ক্ষতিপূরণ সহ চিকিৎসা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার ক্ষতিগ্রস্থের আছে, যা অনেকেরই অজানা। এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী হাসপাতাল ও নাগরিক মঞ্চ যৌথ ভাবে একটি পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র চালু করেছে। যে কেন্দ্রের কাজ হবে পেশাগত রোগ নির্ণয় করা ও তার চিকিৎসা সহায়তা ও প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেওয়া।

কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছে, আরজিকর হাসপাতালের সমাজ সচেতন চিকিৎসক ও ডা. কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক প্রয়াত 'ডাক্তার রণজিৎ ঘোষ স্মৃতি পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র।' এর ঠিকানা শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল, বড়বেলু, বেলুমিল্কি, শ্রীরামপুর, হুগলি ৭১২২২৩।

কিন্ত পেশাগত রোগ বলতে কী বোঝায় তা জানিয়েছেন এই কেন্দ্রের দুই আহ্বায়ক নব দত্ত ও গৌতম সরকার। আসলে পেশাগত রোগ হল সেই সব রোগ বা ব্যাধি যা পেশাগত কাজ বা জীবিকার কারণে হয়। পেশাগত রোগ বিভিন্ন জৈবিক, রাসায়নিক, শারীরিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণে হয় যা কাজের পরিবেশে বা কাজের সূত্রে হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভারতে প্রধান পেশাগত রোগ/অসুস্থতা হল সিলিকোসিস, গ্রন্থি বা পেশির আঘাত, কয়লা কর্মীদের নিউমোকোনিওসিস, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ লাঙ্গ ডিসিস, অ্যাসবেস্টোসিস, বাইসিনোসিস, কীটনাশক বিষক্রিয়া এবং শব্দের কারণে শ্রবণশক্তি হ্রাস ইত্যাদি হয়ে থাকে।

'ডাক্তার রণজিৎ ঘোষ পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র' খোলার মূল উদ্দেশ্য, গত কয়েক দশক ধরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র খোলার জন্য। কিন্তু বেলুড় ইএসআই ও ইএসআইসি জোকা বাদ দিলে আর একটাও পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র সরকার খোলেনি। তাই এবার জনগণের উদ্যোগে শ্রমজীবী হাসপাতাল এই কেন্দ্র চালু করল।

দূষণ রুখতে ও শরীরের সুস্থতায় নিয়মিত সাইকেল চালানোর বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পরিবেশ দূষণ রুখতে ও শরীরকে সুস্থ রাখতে নিয়মিত সাইকেল চালানো উচিত। সেই বার্তা নিয়ে বুধবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থেকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ২ যুবক। অযোধ্যায় রাম মন্দিরে গিয়ে দেশের সকল মানুষের মঙ্গলকামনায় তাঁরা পুজো দেবেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে পানাগড় বাইপাস হয়ে ওই দুই যুবক ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার পর সাইকেলে করে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরিবেশ দূষণ রক্ষার জন্য এবং শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সাইকেল চালানোর বার্তা, তাঁরা তাঁদের সাইকেলে ব্যানার ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি পানাগড়ের মানুষদের কাছে সেই বার্তা দেন তাঁরা। বাদুরিয়ার ওই দুই যুবক প্রসেনজিৎ সরকার ও হিটলার দাস জানিয়েছেন, যে ভাবে রাস্তায় নিত্যদিন গাড়ির

সংখ্যা বাড়ছে। তাতে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি মানুষ কর্মজীবনে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য অনেকেই অল্প রাস্তার জন্য মোটরসাইকেল বা অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার করেন। সেগুলিকে বন্ধ রেখে তাঁরা যদি সাইকেলে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছন তবে তাঁদের শরীরও সুস্থ হবে এবং পরিবেশে দূষণের মাত্রাও কম হবে।

দোকানে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাকাদহ সংলগ্ন বনপুকুরে মধ্যরাতে হঠাৎ করেই একটি পান ঘুমটিতে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। তড়িঘড়ি ছুটে যান ও আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর দমকল বিভাগে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে দোকানের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মাথায় হাত দোকান মালিকের। মালিকের দাবি, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় সাত থেকে আট লাখ টাকার জিনিসপত্র। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট-সার্কিটের ফলেই এই আগুন লেগেছে। তবে সম্পূর্ণ বিষয়টির তদন্ত শুরু হয়েছে।

নাবালিকা গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: তপশিলি জাতিভুক্ত এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল কুলটিতে। ঘটনায় গ্রেপ্তার এক।

অভিযোগ, কুলটি থানার চিনাকুড়ির বাসিন্দা বছর চৌদ্দর ওই নাবালিকা চলতি মাসের দশ তারিখ বিকেল চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় বাজার যাওয়ার উদ্দেশ্যে। নির্যাতিতার অভিযোগ, তার এক পরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। ওই যুবক তাকে ভুল বুঝিয়ে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে আরও চারজন আসে। তারপর সারারাত ধরে চলে নাবালিকার সঙ্গে যৌন অত্যাচার। এদিকে রাত পর্যন্ত বাড়িতে না আসায় নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। শনিবার সকালে বাড়ি ফিরে আসে ওই নাবালিকা। গোটা ঘটনা জানায় অভিভাবকদের। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশকে ঘটনাটি জানানো হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়ে নিজেদের হেপাজতে নেয়। কিন্তু তারপর আর অন্য অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে এলাকায়। বুধবার রাতে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রোহিত নুনিয়ার নেতৃত্বে পরিবারের সদস্য সহ বেশ কিছু মানুষ নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে এসে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান। পুলিশ পাঁচ যুবকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে গণধর্ষণের ধারা দিয়ে মামলা রুজু করেছে।

Ekdin_Page_7_16022024_Layout 1 2/15/2024 10:12 PM Page 1

ফারুকের 'ইন্ডিয়া' ছাড়ার মন্তব্য

বৃহত্তর স্বার্থে সমঝোতা করতে রাজি দল, দাবি ওমরের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা বৃহস্পতিবার জানিয়ে ছিলেন, আসন্ন লোকসভা ভোটে তাঁর দল একাই লড়বে। উপত্যকার ক্রিকেট বোর্ড সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডির তলবের দুদিন বাদেই ফারুকের এমন মন্তব্য বলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু দিন শেষে ওমর আবদুল্লা জানিয়ে দিলেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেই থাকবে। আসন সমঝোতা নিয়েও জোটের সঙ্গে দলের পাকাপাকি কথা হওয়ার বিষয়ে জানিয়েছেন তিনি। মূলত আসন সমঝোতা নিয়ে কিছু অসন্তোষের কারণেই ফারুকের এমন মন্তব্য বলে জানান তিনি। তবে বৃহত্তর স্বার্থে এইটুকু সমঝোতা করতে তাঁরা রাজি বলেও জানান ওমর।

শ্রীনগরে যেদিন ভারত জোড়ো যাত্রা শেষ করেছিলেন রাহুল গান্ধি, সেদিন কংগ্রেস নেতার পাশে দেখা গিয়েছিল ওমর আবদুল্লাকে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে এদিন ফারুক বলেন, 'আসন ভাগাভাগি নিয়ে বলতে চাই, ন্যাশনাল কনফারেন্স এককভাবেই নির্বাচনে লড়বে। এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই। নিজেদের শক্তিতেই লড়তে চাই আমরা। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই জোট করতে চাই না। ভবিষ্যতে এনডিএতেও যোগ দিতে পারি, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছি না।' কিন্তু পরে ওমর আবদুল্লা জানান, তাঁর বাবা জোট ছাড়ার কথা বললেও ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। এমনকী, উপত্যকায় কোথায় কত আসন সমঝোতা হয়েছে, তা নিয়েও বিস্তারিত জানান তিনি। তবে আসন সমঝোতা নিয়ে কিছু অসন্তোষ থাকলেও, বৃহত্তর স্বার্থে এইটুকু সমঝোতা করতে রাজি দল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এই নিয়েই কিছু অসন্তোষের কারণেই ফারুক আবদুল্লার ওই ধরনের মন্তব্য বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বিজেপি বিরোধী ২৭-২৮টি রাজনৈতিক দল 'ইন্ডিয়া' তৈর করলেও গত কয়েক মাসে সেই জোট ভেঙেই চলেছে। বিহারে নীতীশ কুমার এনডিএতে যোগ দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে আরএলডিও এক কাজ করেছে। পঞ্জাবে আপ একাই লড়বে জানিয়েছে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একই কথা জানিয়েছেন। এই অবস্থায় ফারুক আবদুল্লার 'ইন্ডিয়া' জোট ছেড়ে যাওয়ার খবর রাজনৈতিক মহলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সময় গড়ালে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন ওমর।

ভোট পরবর্তী হিংসার সব মামলা স্থগিতাদেশের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আদালতে, নির্বাচন পরবর্তী হিংসা নিয়ে যে মামলাগুলির শুনানি চলছিল, তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের আদালতগুলিতে মামলার শুনানি চলাকালীন, মামলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষদর্শী এবং আইনজীবীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ সিবিআই-এর। এই প্রেক্ষিতে তারা রাজ্যের আদালতগুলি থেকে মামলা অন্য স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কওল মামলাটি শোনেন। তিনি কোনও রায় ঘোষণা না করলেও, আপাতত রাজ্যের আদালতগুলিতে শুনানি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সিবিআই আদালতে জানায়, মামলার সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, আইনজীবীদের নিয়মিত ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই অবস্থায় বাংলায় মামলাগুলির বিচার প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব হচ্ছে না। অনেক সময় ভয় পেয়ে সরে যাচ্ছেন সিবিআইয়ের সাক্ষী। এমনকী, মামলা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন আইনজীবীরা। ২০২১ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও, তাদের রিপোর্টে ভোট পরবর্তী মামলাগুলি অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের সুপারিশ করেছিল বলে জানায় সিবিআই। এরপরই, এই সকল মামলা স্থানান্তরের বিষয়ে সব পক্ষের মতামত জানতে চেয়ে নোটিস জারি করেছেন বিচারপতি কওল। শুধু তাই নয়, রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এই বিষয়ে আলাদাভাবে হলফনামা দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১১ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। তার আগেই সব পক্ষকে তাদের মতামত জানাতে হবে।

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পরই, রাজ্য জুড়ে ব্যাপক হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। ফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে হিংসার খবর আসতে থাকে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম ছিল রাজনৈতিক মহল। প্রাথমিকভাবে অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু করেছিল রাজ্য পুলিশই। তবে, বিজেপি-সহ বিরোধীরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানায়। একাধিক অশান্তির ঘটনায়, তাদের দাবি মেনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সেই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রেখেছিল। তারপর থেকে রাজ্যে এই ঘটনাগুলির তদন্ত করছে সিবিআই। কলকাতা এবং জেলার একাধিক সিবিআই আদালতে মামলাগুলির শুনানি চলছে। কিন্তু, এদিন শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সেই সকল শুনানি বন্ধ হল।

ভারতীয় সেনায় প্রচুর 'অগ্নিবীর' নিয়োগ

নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় সেনায় বিরাট নিয়োগ। এবার সেনাবাহিনীর অধীনে 'অগ্নিবীর' স্কিম এবং রেগুলার ক্যাডার পদে নিয়োগ করা হবে। আগামী এপ্রিলে এই শূন্যপদে নিয়োগের পরীক্ষা হতে পারে বলে খবর। আবেদনের পর যাঁরা কমন এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা এবং মেডিক্যাল পরীক্ষাও দিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে মিলবে সুযোগ। পরবর্তীতে এখান থেকেই ভারতীয় সেনায় পাকাপাকি কাজের সুযোগ রয়েছে।

১৭ থেকে ২১ বছর বয়সিরা সরাসরি ভারতীয় সেনার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.joinindianarmy.nic.n, এ গিয়ে আবেদন করতে পারবেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে এই শূন্যপদে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ২২ মার্চ পর্যন্ত। আবেদনের জন্য অনলাইনেই জমা করতে হবে ২৫০ টাকা। কম্পিউটার বেসড এই পরীক্ষা অর্থাৎ অনলাইন কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষা হবে দেশজুড়ে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্রে। আগামী ২২ এপ্রিল থেকে এই পরীক্ষা শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষার আগে মক টেস্টের সুযোগও রয়েছে অনলাইনেই।

কমন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফলদের হবে মৌখিক পরীক্ষা। তারপর সফলদের জন্য থাকবে শারীরিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত। মূলত, অগ্নিবীর স্কিমে কাজের নির্দিষ্ট সময়ের পর ভারতীয় সেনায় যোগদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা মিলবে। একটা বড় অংশের প্রার্থীকে স্থায়ী করা হবে 'অগ্নিবীর' স্কিমের মাধ্যমেই। নরেন্দ্র মোদি সরকারের 'অগ্নিপথ' যোজনার ফসল 'অগ্নিবীর'দের কাজের মেয়াদ ৪ বছর। এঁদের শুরুতে বেতনের পরিমাণ ২১-৩০ হাজার টাকার আশপাশে হয়। পরবর্তীতে ৪০ হাজার পর্যন্ত হয় এই বেতন। যদিও মাসিক বেতনের কিছু অংশ কেটে নেওয়া হয়।

পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনকে ভোট পুতিনের

ওয়াশিংটন, ১৫ ফেব্রুয়ারি: এবছর নভেম্বর মাসেই আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন কি ফের ক্ষমতায় থেকে যাবেন নাকি রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প মসনদে ফিরতে পারবেন, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এই নির্বাচনের ওপর নজর রয়েছে অন্যান্য দেশেরও। এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেনকে দেখতে চান বলে জানালেন। সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে পুতিন একথা জানিয়েছেন। বাইডেনের দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্যই তাঁকে বেছে নিয়েছেন বলেও জানান তিনি। তবে এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইডেনের স্বাস্থ্য নিয়ে পুতিন জানিয়েছেন, ২০২১ সালের জুনে যখন তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন যথেষ্ট সুস্থ ছিলেন বাইডেন। তাই এই বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পরবর্তীতে নির্বাচনের কথা জানালেনও, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ওয়াশিংটনের নিন্দাও করেছেন রুশ রাষ্ট্রনেতা। আমেরিকার বিদেশ নীতি নিয়েও এই সাক্ষাৎকারে সরব হন তিনি।

এদিকে, বুধবার দক্ষিণ ক্যারোলিনার এক প্রচারে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে পুতিনের সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু উনি আমাকে না, বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে চান। বাইডেন তো তাঁকে ইউক্রেন দিয়ে দেবেন।'

আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা

কানসাস, ১৫ ফেব্রুয়ারি: ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা। এই হামলায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বুধবার কানসাসের একটি ফুটবল দলের বিজয় উৎসবে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে কয়েকজন। স্বাভাবিক ভাবেই সেসময় সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। কিন্তু ধাওয়া করে আততায়ীকে ধরে ফেলেন দুই ক্রীড়াপ্রেমী।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভিড়ের মধ্যে ২১ জনের গুলি লেগেছে। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বন্দুকবাজের হামলায় নিহত মহিলার নাম লিসা লোপেজ গালভান। লিসার পেটের নীচের দিকে গুলি লেগেছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২১ জন। আহতদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের মধ্যে ১১ জন শিশু। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের।

কোটায় নাবালিকাকে গণধর্ষণে গ্রেপ্তার বাঙালি পড়ুয়া-সহ ৪

কোটা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: বার বার পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনায় শিরোনামে থেকেছে রাজস্থানের কোচিং হাব কোটা। এবার সেখানেই গণধর্ষণের শিকার এক নাবালিকা। পুলিশ জানিয়েছে, চার পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধর্ষণের অভিযোগে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট উমা শর্মার অভিযোগ, নির্যাতিতাকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্তরা। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন বাঙালি বলে জানা গিয়েছে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা। এর পরই তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেপ্তার করে মূল অভিযুক্ত ও তার তিন সঙ্গীকে। জানা যাচ্ছে, অভিযুক্তদের একজন বাঙালি। বাকিরা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বাসিন্দা।

নির্যাতিতা জানাচ্ছে, সোশাল মিডিয়ায় মূল অভিযুক্তের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। এর পর ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে ফুঁসলিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে অভিযুক্ত। এর পর বাকি তিনজনের সঙ্গে মিলে সে যৌন নির্যাতন চালায় নিগৃহীতার সঙ্গে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো ধারা-সহ একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। তাদের আটক করার পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তদের। কোটা পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

গাজা থেকে কুকুর, বিড়াল ইজরায়েলে না আনার নির্দেশ

গাজা, ১৫ ফেব্রুয়ারি: গাজা থেকে কুকুর, বিড়াল সেদেশে না আনার নির্দেশ দিয়েছে ইজরায়েলের প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পোষ্যদের থেকে ভাইরাস যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তাই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এএনআই সূত্রে খবর, গাজা ছাড়াও দেশের উত্তর সীমান্তবর্তী যে কোনও অঞ্চল থেকেই কুকুর ও বিড়াল না আনার নির্দেশ জারি করা হয়েছে ইজরায়েলের কৃষি ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। ইচিনোকোকাস, জলাতঙ্ক, স্ক্যাবিস-সহ একাধিক রোগের আশঙ্কায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওইসব অঞ্চল থেকে কুকুর-বিড়াল নিয়ে আসার জন্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। হামাসের সঙ্গে ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও গাজা থেকে প্রায় ৫ হাজার কুকুর ইজরায়েলে আনা হয়েছে।

নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, কাউকে কুকুর বা বিড়াল আঁচড়ালে বা কামড়ালে দ্রুত ক্ষত স্থানটি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। একমাত্র নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকেই যেন কুকুর-বিড়ালকে পোষ্য হিসাবে নেওয়া হয় ও সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করার পর ভ্যাকসিন দিয়ে বাড়িতে আনা যাবে।

উল্লেখ্য, হামাসকে শেষ করতে গত চার মাস ধরে গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইহুদি সেনা। এখনও প্যালেস্তাইনের জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতে পণবন্দি একশোর ওপর ইজরায়েলিকে ফেরাতে সরকারের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ানো হচ্ছে।

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.: 22/ E.O. Kh-II/(3rd Call)2023-24, Date: 15.02.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_667309_1 to 2** for C.C. Road (2 Nos. Rastashree). Last date of bids ends on **22.02.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-18/2023-24 dated 12.02.2024 & PM/PWD/NIT-19/2023-24 dated 15.02.2024** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**. Contact concern authority P.W.Department.Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 05.03.2024 & 26.02.2024.**

Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত সংক্রান্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৬৪-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** কন্ট্রোল বিল্ডিং (আরসিসি পোর্শান)-এর একতলায় বাতানুকূল ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য স্প্লিট ও উইন্ডো এয়ার-কন্ডিশনিং মেশিনের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯,৯৭,৩৫৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২০,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্রমিক নং-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৭৭-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** এসএসই/ই/জি/এসডিএএইচ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় চতুষ্পার্শ্বস্থ ডিডিজে অঞ্চলে ব্রিজ নম্বর ৩-সিসিআর সহ আরইউবি/ডিডিজে এবং ব্রিজ নম্বর ৩৪-এ পাম্পিং ব্যবস্থার ডিওয়াটারিং। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২৯,৭৫,৬০০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫৯,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **ক্রমিক নং-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএলইজি-ওটি-১০৭৮-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** এইচএনবি-তে ঃ এসএসই/ডব্লু/বিটি-এর অধীনে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ গার্ড ও ড্রাইভারদের ব্যবহার্য রানিং রুমের জন্য ইআই বিল্ডিং-এর অতিরিক্ত তলের প্রস্তাবিত নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৮,৬২,৫৩৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩৭,৩০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৫ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রত্যেকের জন্য)। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১২.০২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৩.২০২৪ বেলা ২টা। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৬.০৩.২০২৪ বেলা ২টার পরে। **টেন্ডার বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৪। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (SDAH-380/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি সিএসটিই/কন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ **২৬.০৩.২০২৪ দুপুর ৩.০০টা** সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর সেকশন ও সম্পূর্ণ নর্থ-সাউথ সেকশনের (কেকেভিএস-কেডিএসডব্লু) মেট্রো প্যাসেঞ্জার কোচগুলির ওসিসি-র মধ্যে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা সহ টিইটিআরএ রেডিও সিস্টেম ডিজাইন, প্রস্তুতকরণ, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ**৩২,২৭,৭৬,৯৮৭ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১৭,৬৩,৯০০ টাকা. **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। টেন্ডারটি ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডারগণ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এস অ্যান্ড টি/ ওয়ার্ক/ ০৪-২০২৪, তারিখঃ ১৫.০২.২০২৪

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Untied 2023-24** Fund vide **Memo No.: 103/DGP & e-NIT No.: 25/DGP/PRO/2023-24, Date: 15.02.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **15.02.2024 at 04:15 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.02.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **27.02.2024 at 10:30 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Untied 2023-24** Fund vide **Memo No.: 102/DGP & e-NIT No.: 24/DGP/PRO/2023-24, Date: 15.02.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **15.02.2024 at 04:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.02.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **27.02.2024 at 10:30 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **4 nos.** work under **15th FC Tied 2023-24** Fund vide **Memo No.: 101/DGP & e-NIT No.: 23/DGP/PRO/2023-24, Date: 15.02.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **15.02.2024 at 04:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.02.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **27.02.2024 at 10:30 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) **Name of the Work:** Supply of Concrete Road Cutting Machine (Greaves Engine (10 HP)-1510 Engine with Blade 500 mm) for DMC.
e-Tender No. : WBDMC/PUR/COMM/NIT-21/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667463_1

2) **Name of the Work:** Construction of Drain and Culvert from Pratima Majhi to Shanti Nandi's House and Manoj Chatterjee House to Sanjay Verma's House at Vidyasagarpally Street No.- 10, within Ward- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-149/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667482_1 • Estimated Amount : Rs. 5,46,292/-

3) **Name of the Work:** Construction of Drain at I Barrak, within Ward- 40, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-150/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667501_1 • Estimated Amount : Rs. 5,37,440/-

4) **Name of the Work:** Construction of Drain with One No. Culvert and Repairing of Concrete Road at Gosainagar, within Ward- 15, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-151/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667528_1 • Estimated Amount : Rs. 5,65,162/-

5) **Name of the Work:** Construction of Drain near Ashirbad Apartment to Uttarayan Outlet Drain, within Ward- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-152/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667564_1 • Estimated Amount : Rs. 8,54,478/-

Last Date : 24th February 2024, up to 05:00 pm

6) **Name of the Work:** Renovation of Sewerage Line by Jack Pushing near Kalabagan within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-155/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667598_1 • Estimated Amount : Rs. 30,90,825/-

7) **Name of the Work:** Renovation of Sewerage Line in Sonartori from A Block to H Block within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-162/23-24
Tender ID : 2024_MAD_667642_1 • Estimated Amount : Rs. 54,49,383/-

Last Date : 02nd March 2024, up to 06:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender(Online) for the work of "Repairing Of Furnace 2 & Changing Of Heating Elements at Crematorium at Ward No-05 under Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/ BM/ PWD/NIT-82(e)/2023-24 Dated-15.02.2024, Tender ID No. 2024_MAD_ 667676_1.** Bid submission of end date(Online) is **23.02.2024 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

GOVT. of WEST BENGAL
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/ Enit-19/2023-24 dated 08/02/2024

E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work. **Details are available on www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive officer Suri-II
Panchayat Samiti

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028

"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." e_tender for-"Protection Work with Eucalyptus of Ramkrishnagarh Pond (including 2 Nos.) Ghat with Construction of peripheral path way incuding drain diversion of surrounding pathway with drain top R.C.C. cover slab in Ward no- 3 Under AMRUT 2.0 of Dum Dum Municipality - 2nd CALL" vide memo no 1328/DDM/GEN/24 Dtd 08.2.2024, published on 15.2.2024 vide tender ID 2024_MAD_663660_1. Last Date for Dropping Bids is 12.03.2024 and technical bid opening is 14.03.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-52/23-24 dt. 09-02-2024
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-54/23-24 dt. 09-02-2024
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-55/23-24 dt. 09-02-2024

E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, various type of Miscellaneous Items; Mini Oil Seed Expeller Machine and Multi Crop Threshere at any block level in any Districts of West Bengal from Bonafied Manufacturers/Dealers/Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**

Last Date for Submission: 23/02/2024 at 15:00 hrs.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 254 to 256 Dated. 15-02-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, Purulia and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **16-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **28-02-2024 upto 3.00 pm** as per.

Date: 15.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
137/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Maintenance of Green Belt Plantation at RTPS, DVC inside the Plant premises, over 5 Ha. under Purulia URF Range.	16.02.2024	23.02.2024

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/490/23-24 Dated 15.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Rishi Arabinda Sishu Park, at Ward Number 12, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/491/23-24 Dated 15.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at Saha Panchil near Rikshaw Stand,Ward Number 02, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/492/23-24 Dated 15.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Shibtala Ward Office, Ward Number 03, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/493/23-24 Dated 15.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Shiv Bishunu Mandir A.P. Nagar, at Ward Number 12, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/494/23-24 Dated 15.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Near Shuptik Club (House Of Makhan Chakraborty), Ward Number 04, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/495/23-24 Dated 15.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , at sreenagar Paschim Para Boro Thakur Mandir, Ward Number 01, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00

Bid Submission end date: **24.02.2024 at 11-00 hrs**.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

নিজের পাড়ায় দেশকে ভরসা দিচ্ছেন বাঁহাতি ব্যাটার জাডেজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে শতরান করলেন রবীন্দ্র জাডেজা। এর আগেও এই মাঠে ভারতের হয়ে শতরান করেছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার টেস্টে শতরান করলেন জাডেজা। বিপদে পড়া ভারতীয় দলকে আরও এক বার বাঁচালেন তিনি।

ঘরোয়া ক্রিকেটে সৌরাষ্ট্রের হয়েই খেলেন জাডেজা। সেখানেই জন্ম তাঁর। ঘরের মাঠে ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর গড় ১০০-র বেশি। বৃহস্পতিবার প্রথম সেশনে তিন উইকেট চলে যাওয়ার পর জাডেজাকে নামাতে তাই দেরি করেনি ভারত। রোহিত শর্মার সঙ্গে সেই জাডেজা ২০৪ রানের জুটি গড়েন। ব্যাট হাতে জাডেজা এখন দলের ভরসার জায়গা। দল বিপদে পড়লেই জাডেজা রান করে দলকে বাঁচিয়েছেন। বৃহস্পতিবারও অন্যথা হল না।

ভারতের জার্সিতে টেস্টে জাডেজা প্রথম শতরানটি করেছিলেন রাজকোটে। ২০১৮ সালে সেই ইনিংস ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। বার্মিংহ্যামে ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন জাডেজা। আরও এক বার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করলেন তিনি। দিনের শেষে অপরাজিত রয়ে গেলেন। ২১২ বলে ১১০ রান করে অপরাজিত জাডেজা। রাজকোটের প্রতিটা ঘাস চেনা তাঁর। শুক্রবার সকালেও ভারত চাইবে জাডেজা আরও কয়েক ঘণ্টা ব্যাট করুক। টেস্টে ৩০০০ রানের গণ্ডিও বৃহস্পতিবার পার করলেন জাডেজা। তবে সরফরাজ খানের রান আউটের ক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারবেন না তিনি। অভিষেক ম্যাচে খুব সাবলীল ইনিংস খেলছিলেন সরফরাজ।

রোহিত-জাডেজার শতরান

রাজকোটে প্রথম দিন ভারতের স্কোর ৩২৬/৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরুতে ধাক্কা খেয়েছিল ভারতের ইনিংস। মাত্র ৩৩ রানে ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছিল দলের। সেখান থেকে দলকে সামলালেন রোহিত শর্মা ও রবীন্দ্র জাডেজা। শতরান করলেন তাঁরা। অভিষেক টেস্টে নেমে অর্ধশতরানের ইনিংস খেললেন সরফরাজ খান। এই তিন জনের ব্যাটে প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান ৫ উইকেটে ৩২৬।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন রোহিত। পিচে যথেষ্ট ফাটল রয়েছে। তিনি জানতেন, প্রথম ইনিংসেই বড় রান করতে হবে। যশস্বী জয়সওয়াল শুরুতে কয়েকটি চারও মারেন। কিন্তু মার্ক উডের বলে ১০ রানে আউট হয়ে যান তিনি। স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন যশস্বী। আগের টেস্টে দ্বিশতরান করেছিলেন যশস্বী। তিনি আউট হওয়ায় ধাক্কা খায় ভারত। আগের টেস্টে শতরান করলেও এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে রান পাননি শুভমন গিলও। শূন্য রানে উডের বলে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। রান পাননি রজত পটীদার। ৫ রানের মাথায় টম হার্টলির বলে আউট হন তিনি। ৩৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত।

কঠিন পরিস্থিতিতে রোহিতের সঙ্গে ব্যাট করতে নামেন জাডেজা। ঘরের মাঠে আত্মবিশ্বাসী শুরু করেন জাডেজা। রোহিতও হাত খোলেন। তিনি জানতেন, সুযোগ পেলে রান নিতেই হবে। স্লিপে রোহিতের একটি ক্যাচ ছাড়েন জো রুট। এক বার উডের বল হেলমেটে লাগে তাঁর। তাতে মনোযোগ নষ্ট হয়নি রোহিতের। নিজের খেলাটা খেলে যান তিনি।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই অর্ধশতরান করেন রোহিত। শেষ দিকে রান তোলার গতি একটু বাড়ান তিনি। বিরতির আগে যেখানে শেষ করেছিলেন, বিরতির পরে সেখান থেকেই শুরু করেন দুই ব্যাটার। দ্বিতীয় সেশনে বেশির ভাগ সময়ে বল করেন ইংল্যান্ডের স্পিনারেরা। তাঁদের ভাল সামলান রোহিত ও জাডেজা। মাঝেমধ্যেই বড় শট খেলছিলেন দুই ব্যাটার। কোনও তাড়াহুড়ো করছিলেন না। রোহিতের পরে অর্ধশতরান করেন জাডেজাও। তার পরেই দেখা যায়, তাঁর সেই পরিচিত উল্লাসের ভঙ্গি। রাজকোট জাডেজার ঘরের মাঠ। এই মাঠে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর গড় ১৩৪। হাতের তালুর মতো চেনা পিচে ব্যাট করতে কোনও সমস্যা হচ্ছিল না জাডেজার।

রোহিত ধীরে ধীরে নিজের শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন। চা বিরতির আগে শতরান করতে পারেননি রোহিত। চাইলে বড় শট খেলে সেটা করতেই পারতেন। কিন্তু ঝুঁকি নেননি। চা বিরতির পরেই শতরান করে ফেলেন তিনি। টেস্টে এক বছর পরে শতরান করলেন তিনি।

শতরানের পরেও রোহিতের খেলার ধরন বদলায়নি। বাধ্য হয়ে লেগ সাইডে ছ'জন ফিল্ডার রেখে ক্রমাগত বাউন্সার করার পরিকল্পনা করে ইংল্যান্ড। তাতে ধৈর্য হারিয়ে ১৩১ রানের মাথায় আউট হন রোহিত। তার পরে ব্যাট করতে নামেন সরফরাজ। দেখে মনেই হল না অভিষেক টেস্ট খেলতে নেমেছেন তিনি। শুরু থেকেই সাবলীল ব্যাটিং শুরু করলেন। বিশেষ করে স্পিনারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেন তিনি। বোঝা গেল, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে কতটা ভাল ভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন সরফরাজ। মাত্র ৪৮ বলে অর্ধশতরান করলেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, হেসেখেলে শতরান করবেন সরফরাজ। কিন্তু নিজের ৯৯ রানের মাথায় ভুল করলেন জাডেজা। সরফরাজকে রানের জন্য ডেকে নিজে গেলেন না। সরফরাজ ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আর ফিরতে পারেননি। রান আউট হয়ে যান। ৬৬ বলে ৬২ রানের ইনিংস খেলেন। হতাশ হয়ে ফেরেন সরফরাজ।

জাডেজা অবশ্য নিজের শতরান হাতছাড়া করেননি। ঘরের মাঠে আরও একটি শতরান করলেন তিনি। দিনের শেষেও ক্রিজে রয়েছেন জাডেজা। ১১০ রানে খেলছেন তিনি।

শতরান রোহিতের টেস্টে এক বছর পরে তিন অঙ্কে পৌঁছলেন ভারত অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে শতরান এল রোহিত শর্মার ব্যাট থেকে। গত বছর জানুয়ারি মাসে শেষ বার লাল বলের ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন তিনি। তার পর থেকে বড় রান করতে পারছিলেন না। এক বছর পরে টেস্টে শতরান করলেন রোহিত। রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিন চা বিরতির পরেই শতরান করলেন তিনি।

ব্যাট করতে নামার পরে অপর প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়তে দেখেন রোহিত। প্রথমে যশস্বী জয়সওয়াল, তার পরে শুভমন গিল ও শেষে রজত পটীদার আউট হন। ৩৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন রোহিত। তাঁকে সঙ্গ দেন রবীন্দ্র জাডেজা। ২১ রানের মাথায় রোহিতের ক্যাচ ছাড়েন জো রুট। এক বার বেঁচে যাওয়ার পরে রান তোলার গতি বাড়িয়ে দেন ভারত অধিনায়ক। হাত খোলেন তিনি। রোহিত জানতেন, সুযোগ পেলে রান নিতেই হবে। এক বার মার্ক উডের বল হেলমেটে লাগে তাঁর। তাতে মনোযোগ নষ্ট হয়নি রোহিতের। নিজের খেলাটা খেলে যান তিনি।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই অর্ধশতরান করেন রোহিত। শেষ দিকে রান তোলার গতি একটু বাড়ান তিনি। বিরতির আগে যেখানে শেষ করেছিলেন, বিরতির পরে সেখান থেকেই শুরু করেন দুই ব্যাটার। দ্বিতীয় সেশনে বেশির ভাগ সময়ে বল করেন ইংল্যান্ডের স্পিনারেরা। তাঁদের ভাল সামলান রোহিত ও জাডেজা।

এক বিদেশি ছাড়তেই আর এক বিদেশি ইস্টবেঙ্গলে! এলেন মেসি, রোনাল্ডোকে আটকানো ডিফেন্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরসুমের মাঝেই বিদেশি বদল করল ইস্টবেঙ্গল। চোটে ছিটকে গিয়েছেন আন্তোনিয়ো হোসে পারদো। বদলে লা লিগায় খেলা বিদেশি আলেকজান্ডার পান্টিচকে সই করাল লাল-হলুদ। ডিফেন্ডারের বদলে ডিফেন্ডারকে নিয়েছে তারা। সার্বিয়ার ফুটবলার পান্টিচকে মরসুমের বাকি সময়ের জন্য নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

প্যান্টিকের যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। লা লিগার ভিয়ারিয়ালের মতো ক্লাবে খেলেছেন ৩১ বছর বয়সি এই ফুটবলার। তা ছাড়া রেড স্টার বেলগ্রেড, ডায়নামো কিভের মতো ক্লাবেও খেলেছেন তিনি। সার্বিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ ও অনূর্ধ্ব-২১ দলে খেলেছেন প্যান্টিক।

পান্টিচকে পেয়ে খুশি লাল-হলুদ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তিনি বলেন, ভিয়ারিয়াল, রেড স্টার বেলগ্রেড, ডায়নামো কিয়েভের মতো ইউরোপের দলে খেলা এক জন ফুটবলারকে পেয়ে আমি খুব খুশি। ওর অভিজ্ঞতা অনেক। আমি ওকে আগে থেকেই চিনতাম। পুরো মরসুম ওকে পাব। সেটা আমাদের পক্ষে খুব ভাল। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার পরে পান্টিচ বলেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে যোগ দিয়েছি। এই ক্লাবের হয়ে মরসুমের বাকি সময়ে ভাল খেলতে চাই। কোচ কুয়াদ্রাত যে আমার উপর ভরসা রেখেছেন তার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ। আশা করছি দলকে ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।

রঞ্জিতে ভরাডুবি, আগামী মরসুমেও বাংলার দায়িত্ব নিতে তৈরি লক্ষ্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জিতে একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই বাংলার নক আউটে ওঠার স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল যদিও এই মরসুম নিয়ে হতাশ হয়ে বসে থাকতে রাজি নন। খেলোয়াড় জীবনে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিতেন লক্ষ্মী। তাঁর সেই আগ্রাসন ঢুকিয়ে দিতে চান বাংলার এখনকার ক্রিকেটারদের মধ্যেও।

আগামী মরসুমেও বাংলার কোচ থাকতে চান লক্ষ্মী। কোচের দায়িত্বে থেকে দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই এখন লক্ষ্য তাঁর। দলের উপর বিশ্বাস রয়েছে তাঁর। লক্ষ্মী বললেন, ত্রাজনীতি ছেড়ে ক্রিকেটে ফিরে এসেছি। বাংলার জন্যই ফিরেছি। আগামী মরসুমেও দলকে প্রশিক্ষণ দেব।

এ বারের রঞ্জিতে বাংলা একটি মাত্র ম্যাচ জিতেছে। সেটাও অসমের মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে। গত বার রঞ্জি ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। তার আগের বারও সেমিফাইনালে উঠেছিল তারা। ২০১৯-২০ মরসুমে ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলে আসা দল হঠাৎ মুখ

থুবড়ে পড়ল এ বারের রঞ্জিতে। গ্রুপ পর্বের বাধাও টপকাতে ব্যর্থ হল। লক্ষ্মী বললেন, তএ বারের রঞ্জিতে আমরা একটা বদলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। অনেক তরুণ ক্রিকেটার খেলেছে। আমরা সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের মতো পেসার পেয়েছি। করণ লাল আগের থেকে পরিণত হয়েছে। সৌরভ পাল ভাল খেলছে। চোটের কারণে আগের ম্যাচটা খেলতে পারেনি। আমি বিশ্বাস করি, এরাই আগামী দিনে বাংলাকে ম্যাচ জেতাবে।দ

এ বারের রঞ্জিতে বাংলা শুরু থেকে পায়নি মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। রঞ্জির প্রথম ম্যাচ খেলার পরেই আকাশ দীপ চলে যান ভারত এ দলের হয়ে খেলার জন্য। মুকেশ ছিলেন ভারতীয় দলে। শাহবাজরে চোট ছিল। অভিমন্যু ভারত এ দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। গত কয়েক মরসুমে বাংলার ভাল খেলার মূল কারণ ছিলেন এই চার ক্রিকেটার। তাঁদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বাংলাকে নক আউটে তুলেছে বার বার। লক্ষ্মী বললেন, তএই চার ক্রিকেটারকে না পাওয়া তো অবশ্যই বড় ক্ষতি। তবে তরুণ ক্রিকেটারেরা সুযোগ পেয়েছে। তাঁরা রান করেছে, উইকেট নিয়েছে। নতুনদের তো সুযোগ দিতে হবে, না হলে আগামী প্রজন্ম তৈরি হবে কী করে? আগামী মরসুমে এরা আরও পরিণত হবে। দলকে ভরসা দেবে।

ছোটদের ডার্বিতে আবার জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বছরের শেষে অনূর্ধ্ব-১৭ ডার্বিতে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এ বার আরও এক বার ছোটদের ডার্বি জিতল তারা। অনূর্ধ্ব-১৩ সাব জুনিয়র লিগে মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারাল তারা। বৃহস্পতিবার বাঁশবেড়িয়া কিশোর সংঘের মাঠে খেলা ছিল দুই প্রধানের। জোনাল রাউন্ড এ-র ম্যাচে দাপট দেখায় লাল-হলুদ। তাদের হয়ে গোল করে জিত সামন্ত ও মানব মার্জিত। মোহনবাগান বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের। গত বছর ১৬ ডিসেম্বর অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৪-০ ব্যবধানে হেরে যায় মোহনবাগান। লাল-হলুদের একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল না হলে আরও একটা ৫-০ ব্যবধানে হারের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হত সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে।

মন্ত্রী মনোজের ২৮ হাজার টাকা জরিমানা, শেষ ম্যাচে নামার আগে বললেন, ‘ক্রিকেট জীবনে রাজনীতির প্রভাব নেই’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর একটি মাত্র ম্যাচ। তার পরেই ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ মনোজ তিওয়ারির। শুক্রবার থেকে ইডেনে বিহারের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলা। আর সেটাই মনোজের শেষ ম্যাচ। এ বারের রঞ্জিতে বাংলারও শেষ ম্যাচ সেটি। এমন অবস্থায় মনোজ যদিও চাইছেন না তাঁর শেষ ম্যাচ নিয়ে দল কোনও আবেগ দেখাক। ম্যাচ জেতাটাই মূল লক্ষ্য তাঁর। এর মাঝেই ২০ শতাংশ ম্যাচ ফি কাটা গিয়েছে মনোজের। মুখ খুললেন রাজনীতি নিয়েও।

রঞ্জি ট্রফি শুরু হতে তখন মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। এমন একটা সময় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির নাম জড়িয়ে পড়েছিল হাওড়ার ক্রিসমাস কার্নিভ্যাল বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে। এক পক্ষের দাবি, মন্ত্রীর অনুগামীরা জটলা পাকিয়ে গন্ডগোলের পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। যার জেরে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পাল্টা মনোজ দাবি করেছেন, বেআইনি ভাবে পার্কিং থেকে টাকা তোলা হচ্ছিল বলেই তিনি কার্নিভ্যালে গিয়েছিলেন। বেআইনি পার্কিং নিয়ে তাঁর আপত্তি ছিল। দাবি, পাল্টা দাবির রাজনীতিতে মনোজ যখন জর্জরিত, ঠিক সেই সময়েই বাংলা নামছিল রঞ্জি খেলতে।

রঞ্জিতে ১০ হাজার রান করা মনোজ যদিও মনে করেন না সেই ঘটনার প্রভাব জীবনের শেষ ক্রিকেট মরসুমে তাঁর খেলায় পড়েছে। আনন্দবাজার অনলাইনকে মনোজ বললেন, তআমি রাজনীতির সঙ্গে ক্রিকেটকে কখনও মেশাই না। হাওড়ার ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা বেশি হয়েছে। কিন্তু আমাকে তো সারা জীবনই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। রাজনীতির জায়গায় রাজনীতিকে রেখেই তো ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেট খেলতে নেমে আমি রাজনীতির কথা ভাবি না। আজ পর্যন্ত কখনও রাজনীতির জন্য আমার ক্রিকেটের ক্ষতি হয়নি। মাঠে নেমে গেলে আর অন্য কোনও বিষয় মাথায় থাকে না। কেরল ম্যাচের সময় মনোজের একটি টুইট ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

জয়ের রাতে চোট নিয়ে উদ্বিগ্ন পেপ গুয়ার্দিওলা

ছুটছে রিয়াল মাদ্রিদের জয়রথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ ষোলো পর্বের অ্যাওয়ে ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে এফসি কোপেনহেগেন-কে। পিছিয়ে নেই কার্লো আনচেলোত্তির রিয়াল মাদ্রিদও। মঙ্গলবার তারাও অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে আরবি লাইপজিগের বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার ম্যাচের দশ মিনিটেই ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেন চোট সারিয়ে ফেরা বেলজিয়ামের তারকা কেভিন দ্য ব্রুইন। কিন্তু ৩৪ মিনিটে ম্যাটসনের গোলে সমতা ফেরায় কোপেনহেগেন। কিন্তু সেই উল্লাস বেশি ক্ষণ স্থায়ী ছিল না। বিরতির আগে ম্যান সিটিকে ফের এগিয়ে দেন বের্নার্দো সিলভা। সংযুক্ত সময় গোল করেন দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ফিল ফোডেন। ম্যাচের পরে উল্লসিত ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, ‘‘বড় মঞ্চে বড় মানের ফুটবলাররা কী ভাবে নিজেদের দক্ষতা মেলে ধরে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। বাইরের মাঠে জয় সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। তবে আমাদের কাজ সবে শুরু হল। আরও ভাল ফুটবল খেলতে হবে।’’

তিনি আরও বলেছেন, ‘‘ঠিক সময় কার্যকরী ফুটবল খেলেছে দল। বিশেষ করে, তৃতীয় গোলটা খুব প্রয়োজনীয় ছিল।’’ তবে জয়ের রাতে চিন্তা বাড়িয়েছে জ্যাক গ্রিলিশের চোট। প্রথমার্ধেই চোট পেয়ে তিনি মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান।

এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচের পরে মঙ্গলবার আবার মাঠে নেমেছিলেন গ্রিলিশ। তবে পেপ বলেছেন, ‘‘চোট তেমন গুরুতর বলে মনে হয় না। সম্ভবত পেশিতে টান ধরায় জ্যাক মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, দ্রুত সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরবে।’’ যোগ করেন, ‘‘তবে এই সময় চোট-আঘাত থেকে দলকে যতটা মুক্ত রাখা যায়, ততই ভাল। সামনের ম্যাচগুলো আরও কঠিন হতে চলেছে। সেখানে আমি পূর্ণশক্তির দল-ই চাই।’’

এ দিকে, মঙ্গলবার লাইপজিগের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৪৮ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেছেন ব্রাহিম দিয়াস। চোটের কারণে মঙ্গলবার মাঠে ছিলেন না ইংল্যান্ড তারকা জুড বেলিংহ্যাম। আক্রমণে তাঁর অভাব বারবার বোঝা গিয়েছে। তবে দলের এই লড়াকু জয়েই সন্তুষ্ট ম্যানেজার কার্লো আনচেলোত্তি। তিনি বলেছেন, ‘‘বুন্দেসলিগার যে কোনও দলই খুব শক্তিশালী হয়ে থাকে। ওরা শরীরী ফুটবলে বিশ্বাস করে। আমাদের দল সেই প্রতিরোধ অতিক্রম করে জয় নিশ্চিত করে নিয়েছে।’’

চোটে এই মুহূর্তে বিপর্যস্ত রিয়াল মাদ্রিদ শিবির। মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন দাভিদ আলাবা, থিবো কুর্তোয়া, আন্তিনিয়ো রুডিগার, এদের মিলিতাও। তার পরেও রিয়ালের জয় পাওয়াকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন আনচেলোত্তি। তিনি বলেছেন, ‘‘এত চোট সামলেও দল যে ফুটবল খেলেছে, তার জন্য গর্বিত।’’ দিয়াসের প্রশংসা করে আনচেলোত্তি বলেছেন, ‘‘এসি মিলানে খেলার সময় থেকেই আমি ওকে নজর করেছি। যেমন শক্তিশালী, তেমনই সুযোগসন্ধানী। খুব বেশি ম্যাচ হয়তো ব্রাহিম খেলেনি কিন্তু ও যে মানসিক ভাবে তৈরি, সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।’’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**